ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-289 ■ 19 July, 2026 ■ আগরতলা ১৯ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# অনশন থেকে চ্যাংদোলা করে সোনমকে হাসপাতালে নিল পুলিশ

**নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস)।।** টানা ২০ দিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশনরত জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শনিবার সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। শনিবার সকালে পুলিশ যন্তর মন্তরে পৌঁছে ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র কর্মীরা বিক্ষোভ ও স্লোগান দিতে থাকেন।

দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (নিউ দিল্লি) সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে জানান, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে তাঁকে জরুরি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়ে কিছু বিক্ষোভকারী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, যার ফলে সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পুলিশ সর্বোচ্চ সংযম বজায় রেখে নিরাপদে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। একই সঙ্গে যন্তর মন্তরে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগের আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ।

ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মামলার শুনানির আগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই দিল্লি হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, তাঁর দৈনিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তা দিতে হবে। আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছিল, "প্রত্যেক নাগরিকের জীবন মূল্যবান।"

শুক্রবার ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থাকে চিকিৎসকরা 'জরুরি' বলে উল্লেখ করেন এবং অঙ্গ বিকলের আশঙ্কার কথা জানান। প্রতিদিনের স্বাস্থ্য বুলেটিনেও তাঁর অবস্থার ক্রমাগত অবনতির কথা জানানো হয়। ৫৯ বছর বয়সি এই সমাজকর্মী অনশন শুরু করার পর থেকে ইতিমধ্যেই ৮ কেজিরও বেশি ওজন হারিয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

অভিযোগিত নিট পরীক্ষার অনিয়মের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ওয়াংচুক এই অনশন শুরু করেন। ককরোচ জনতা পার্টি-র উদ্যোগে এই আন্দোলনের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃহত্তর সংস্কারের দাবিও তুলেছে সংগঠনটি।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন নেহা আমিন ও মনীশ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস)।। সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে শনিবার ভোরে যন্তর মন্তর থেকে সরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) পিএইচডি গবেষক নেহা বোরা তাঁর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## অনির্দিষ্টকালের অনশনের ঘোষণা দীপকের

**নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস)।।** জলবায়ু আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুককে যন্তর মন্তর থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরের পর আন্দোলন চলবে বলেই ঘোষণা করলেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তিনি অভিযোগ করেন, দিল্লি পুলিশ জোর করে ওয়াংচুককে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং তাঁকে যন্তর মন্তরে পৌঁছাতে বাধা দিয়ে মারধরও করেছে। যদিও এই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## বিক্রম-১ এর সফল উৎক্ষেপণ

# তরুণদের স্বপ্ন দেখতে ও উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস)।।** ভারতের প্রথম বেসরকারিভাবে নির্মিত কক্ষপথগামী উৎক্ষেপণযান বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের দলকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই সাফল্য ভারতের মহাকাশ অভিযাত্রায় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। পাশাপাশি, এটি দেশের তরুণ প্রজন্মকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নির্ভয়ে উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

সামাজিক মাধ্যম "এক্স"-এ প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের দলের সঙ্গে কথা বলে বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'এটি ভারতের মহাকাশ অভিযাত্রায় একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে এবং উদ্ভাবনের গতি বাড়াচ্ছে। এই সাফল্য অসংখ্য তরুণকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নির্ভয়ে নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে।'

সফল উৎক্ষেপণের পর স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পবন কুমার চন্দনা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভারত ডাকার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রথম বেসরকারিভাবে তৈরি কক্ষপথগামী উৎক্ষেপণযানের মাধ্যমে ৪৫০ কিলোমিটার উচ্চতার নিম্ন-পৃথিবী কক্ষপথে দুটি উপগ্রহ-সহ মোট ছয়টি পেলোড সফলভাবে স্থাপন করায় তিনি পুরো দলকে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি সম্পূর্ণ উৎক্ষেপণ কর্মসূচি সরাসরি দেখেছেন এবং দলের তরুণ সদস্যদের প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, 'পবন, ভারত এবং পুরো দলকে অভিনন্দন। তোমাদের এই সাফল্য দেশের তরুণদের এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে। আমি পুরো উৎক্ষেপণ দেখেছি। স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের অধিকাংশ সদস্যের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বলে মনে হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, "মিশন আগমন"-এর মাধ্যমে স্কাইরুট ভবিষ্যতেও আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উৎক্ষেপণ প্রমাণ করেছে যে ভারত নিজস্ব প্রযুক্তি ও সক্ষমতার জোরে বড় বড় প্রযুক্তিগত মাইলফলক অর্জন করতে সক্ষম। এদিকে, স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সিইও পবন কুমার চন্দনা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, বিক্রম-১ রকেট সম্পূর্ণভাবে ভারতেই নকশা করা এবং নির্মাণ করা হয়েছে।

## প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক মানিক লাল দত্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই ।।** বড়দোয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণি) বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমান স্কুল ম্যানেজিং কমিটির (এসএমসি) সভাপতি এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানিক লাল দত্ত(৭৮) শনিবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর মরদেহ প্রথমে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)-এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি টিসিএ-র আজীবন সদস্য ছিলেন। পরে বরদোয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বরদোয়ালির মিলন সংঘ এলাকায় অবস্থিত তাঁর পৈতৃক বাড়িতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলে শিক্ষক, ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী ও এলাকাবাসী তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা তাঁর পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে প্রয়াত শিক্ষকের প্রতি ফুলের তোড়া অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানিক লাল দত্ত একজন জনপ্রিয় শিক্ষক ও নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবায় তাঁর অবদান দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এছাড়াও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের বিধায়ক তথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) সদস্য সুদীপ রায়বর্মণ প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান এবং শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তীতে তাঁর মরদেহ মৌচাক ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘদিন তিনি এই ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ক্লাব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে বটতলা শ্মশানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় নয়, পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান মেনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৪৮ সালে প্রয়াত চিকিৎসক ডা. মনোরঞ্জন দত্তের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মানিক লাল দত্ত। বরদোয়ালি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে পিকে চক্রবর্তীকে নিয়োগ

# প্রশাসনিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগজনক ঃ বিরোধী দলনেতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই ।।** আসন্ন ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব(পিকে) চক্রবর্তীকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগজনক। আসলে মনোজ কুমার শাসক দলের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে পিকে চক্রবর্তীকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে সরব হয়েছেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, নির্বাচন পরিচালনার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে এমন একজন ব্যক্তিকে বসানো উচিত, যাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে সকলের আস্থা থাকবে। কিন্তু বর্তমান সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, পিকে চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অতীতে বিভিন্ন অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে।

প্রদীপ চক্রবর্তী সম্পর্কে নিজের পূর্বের মন্তব্যের প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তাঁর বক্তব্য কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রদীপ চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা তাঁর মতে, দায়িত্বশীল প্রশাসনিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, সরকারের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে না পারার কারণেই মনোজ কুমারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি পিকে চক্রবর্তীর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগজনক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, পিকে চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অতীতে বিভিন্ন অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে এবং এমন একজন ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্বে বসানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এদিন তিনি তিপরা মথা ও বিজেপির রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়েও মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় অর্থ ও ক্ষমতার ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। মনোজ কুমার এই ধরনের উদ্দেশ্য পূরণে সহযোগিতা না করায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, তিনি সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, বেলোনিয়ার বর্তমান বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দত্ত এবং শতাধিক দলীয় কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বেলোনিয়া মহকুমার চিত্তাখোলা এলাকায় যাচ্ছিলেন। সেখানে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# লোকসভায় এনসিপিআই হিসাবে স্বীকৃতি নয় বিদ্রোহী ২০ তৃণমূল সাংসদ, আলাদা আসন বরাদ্দ

**নয়াদিল্লি,১৮ জুলাই ।।** লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী ২০ জন সাংসদকে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তবে তাঁদের জন্য লোকসভায় পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, শিবসেনা (ইউবিটি)-র ছয়জন সাংসদকে লোকসভায় শিবসেনা গোষ্ঠীর অধীনেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই বিদ্রোহী ২০ জন তৃণমূল সাংসদকে এনসিপিআই হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সূত্রেই সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে আগামী ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য

**অভিজিৎ রায় চৌধুরী**

এনসিপিআই-এর পক্ষ থেকে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিদ্রোহী সাংসদদের দলগত স্বীকৃতির বিষয়ে লোকসভার স্পিকার আপাতত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চান না। বিষয়টি ভবিষ্যতে বিচারাধীন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সংসদীয় সূত্রের দাবি, এই ইস্যুর সঙ্গে একাধিক আইনি ও সংসদীয় প্রক্রিয়াগত প্রশ্ন জড়িত থাকায় তা আরও বিশদে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহী ২০ জন সাংসদের জন্য পৃথক আসন বরাদ্দের ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বিদ্রোহ সত্ত্বেও লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারি সাংসদ সংখ্যা ২৮-ই বহাল থাকছে। যদিও বিদ্রোহী ২০ জন সাংসদ পৃথক আসনে বসবেন, তবুও তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের সাংসদ হিসেবেই গণ্য থাকছেন। ফলে সংসদে দলীয় হুইপ জারি হলে তা বিদ্রোহী সাংসদদের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ হবে, সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বর্ষাকালীন অধিবেশনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইন বা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস হুইপ জারি করলে, বিদ্রোহী সাংসদদের অবস্থান এবং সেই হুইপ কার্যকর করার বিষয়ে লোকসভার স্পিকারের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও সংসদীয় নজির হয়ে উঠতে পারে।

## কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে

# সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে শহরে মোমবাতি মিছিল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই ।।** সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আজ সন্ধ্যায় আগরতলায় মোমবাতি মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ সিভিল সোসাইটি।

শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের সদস্য, সমাজকর্মী, ছাত্র-যুব প্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি ও বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিভিন্ন সর্বভারতীয় ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম এবং ছাত্র-যুব সমাজের স্বার্থে সোনম ওয়াংচুক যে আন্দোলন শুরু করেছেন, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও তোলা হয়।

বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একের পর এক বিতর্ক ও অনিয়মের ঘটনা সামনে এলেও কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে তাঁদের দাবি।

## মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে অভিযুক্তের ৮ বছরের কারাদণ্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই ।।** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের (এনডিপিএস) এক মামলায় অভিযুক্ত সুমন দাস (২৭)-কে দোষী সাব্যস্ত করে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে আগরতলার বিশেষ এনডিপিএস আদালত। শনিবার পশ্চিম জেলার বিশেষ বিচারক এই রায় ঘোষণা করেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## নেশাবিরোধী অভিযানে উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জুলাই ।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার মনপাথর সাপ্তাহিক বাজারে নেশাবিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে পুলিশকে। স্থানীয় কিছু মহিলার বিক্ষোভের জেরে অভিযানে উদ্ধার হওয়া মদ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিপ্লবের

**নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই।।** ত্রিপুরার ছোট্ট মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ (জে. পি.) নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সাক্ষাৎকালে মনশ্রীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসার অগ্রগতি এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস- এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন তিনি। পাশাপাশি, মনশ্রীর পরবর্তী উন্নত চিকিৎসা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সামাজিক মাধ্যমে বিপ্লব কুমার দেব জানান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শুনেছেন এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কী ধরনের সহায়তা করা সম্ভব, সে বিষয়ে ইতিবাচকভাবে বিবেচনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তৎসঙ্গে মনশ্রীর পরবর্তী চিকিৎসার বিভিন্ন দিক নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে মনশ্রীর পরিবারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যতটা সম্ভব পাশে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# পুজোর আগে আগরতলার সব রাস্তা সংস্কারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই ।।** রাজধানী আগরতলা শহরে বৃষ্টির জল যাতে দীর্ঘ সময় না থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আধিকারিকদের দ্রুত কাজ করতে হবে। এর পাশাপাশি শহর এলাকায় রাস্তাঘাটের উন্নয়নে এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নতকরণে সবধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ রাজধানী আগরতলা শহরে চলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজকর্ম সরেজমিনে পরিদর্শন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের

কাজগুলি দ্রুত শেষ করার জন্য বলা হয়েছে। আমি এসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন। বর্ষার জন্য কাজ রূপায়নে সমস্যা হচ্ছে। শুধু চার মাস কাজ করা যায়। বৃষ্টি শেষ হলেই কাজে আরো গতি আসবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ গুটিয়ে আনা যেতে পারে। আমি আজ ড্রেইনের কাজও পরিদর্শন করেছি। সেখানে আরও কীভাবে করলে ভালো হবে সেটা নির্দেশ দিয়েছি। বিশেষ করে জল যাতে মসৃণভাবে পাস হতে পারে সেটা দেখতে বলেছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার ও

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ইং
২ শ্রাবণ, রবিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## চিকেনস নেক সুরক্ষায় গুরুত্ব

কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘চিকেনস নেক’ শিলিগুড়ি করিডোর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তরবঙ্গ সফরে আসিয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিএসএফ এর শীর্ষ আধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি এই অঞ্চলের সামগ্রিক নিরাপত্তা পর্যালোচনা করেন।শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির জুমাগাছ সীমান্ত চৌকি থেকে ১৪টি সীমান্ত চৌকিতে অত্যাধুনিক ”স্মার্ট ফেন্সিং” ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হইয়াছে। কাঁটাতারে সামান্যতম নড়াচড়া বা স্পর্শ হইলেই তাহা সরাসরি বিএসএফের নিয়ন্ত্রণকক্ষে অ্যালার্ট পাঠাইবে।সীমান্তে কড়া নজরদারি ও অনুপ্রবেশ রুখিতে নতুন ১০টি বর্ডার আউটপোস্ট তৈরি করা হইবে, যাহার মধ্যে ২টি থাকিবে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে। সীমান্তে পরিকাঠামো ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ৭৭.০৬ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করিয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের আমল শুরু হওয়ার পর সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তরের কাজে গতি আসিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া সিকিমের রংপো পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ রেল-সুড়ঙ্গ প্রকল্পের কাজ চলিবার কারণে এই করিডোরে সামরিক বাহিনীর যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখিতে সবরকম ব্যবস্থা নিয়াছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও ভুয়ো নথিপত্র আধার বা ভোটার কার্ড তৈরি রুখিতে এবং জন্ম-মৃত্যুর নথির ডিজিটাইজেশন নিয়া উত্তরকন্যার বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত শিলিগুড়ি করিডোর বা ”চিকেনস নেক” উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র স্থলপথ। ফলে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে একে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখা কেন্দ্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

উত্তরবঙ্গ সফরে সীমান্ত নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করিয়াছেন তিনি। এই সফরের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘শিলিগুড়ি করিডর’ বা ‘চিকেনস নেক।শনিবার সকালে তিনি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেন। কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন জামুড়িয়া ভিটা ও সন্ন্যাসীকাঁটার মতো এলাকা ঘুরিয়া দেখিবার পাশাপাশি শিলিগুড়ির জুম্মাগছ বর্ডার আউটপোস্টে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বিএসএফের বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।পরবর্তীতে উত্তরকন্যায় আয়োজিত বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উত্তরবঙ্গের আট জেলার বিজেপির জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। চিন, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এই করিডরের সুরক্ষায় আধুনিক নজরদারির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া
হইয়াছে।অনুপ্রবেশ রুখিতে নকল পরিচয়পত্রের ব্যবহার বন্ধ করা এবং অবৈধ ভোটারদের শনাক্তকরণ নিয়া কঠোর অবস্থান নিয়াছে কেন্দ্র। এই প্রেক্ষিতে জন্ম-মৃত্যুর নথি ডিজিটাইজেশন এবং সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। পাশাপাশি গুন্ডাদমন আইন কার্যকর করিবার বিষয়টিও গুরুত্ব পাইয়াছে। মূলত, ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সংযোগকারী এই করিডরকে সুরক্ষিত রাখিতে কেন্দ্র খুব শীঘ্রই বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে এই সফর যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তাহা প্রশাসনিক মহলের তৎপরতাতেই স্পষ্ট।

## মেলাঘরের তেলকাজলা বড়ডেপা সড়ক বেহাল, দুর্ভোগে এলাকাবাসী; দ্রুত সংস্কারের দাবি

মেলাঘর, ১৮ জুলাই: সিপাহিজলা জেলার মেলাঘর সংলগ্ন বানিয়াছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলকাজলা বড়ডেপা এলাকার প্রধান সড়কের বেহাল দশা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভেঙে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার একটি বড় অংশজুড়ে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া একাধিক স্থানে রাস্তার পাশের সুরক্ষা দেওয়াল (সাইড ওয়াল) ভেঙে কৃষিজমিতে ধসে পড়েছে। রাস্তা সংলগ্ন ছড়ার পাড়ও ভেঙে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এই সড়কই তেলকাজলা বড়ডেপা এলাকার বাসিন্দাদের মেলাঘর বাজারে যাতায়াতের একমাত্র প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে বর্তমানে কোনো যানবাহন সহজে ওই এলাকায় প্রবেশ করতে পারছে না। এর প্রভাব পড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবাতেও। তেলকাজলা বড়ডেপা এলাকার রেশন দোকানে খাদ্যসামগ্রী বহনকারী যানবাহন পৌঁছাতে না পারায় রেশন বিতরণ কেন্দ্রটি সাময়িকভাবে তেলকাজলা কালীবাড়ি এলাকায় স্থানান্তর করতে হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার, ভেঙে যাওয়া সাইড ওয়াল পুনর্নির্মাণ এবং ছড়ার পাড়ে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু না হলে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

## বিজেপি সরকারের আমলে অনুপ্রবেশের করিডর এখন সুরক্ষিত সীমান্ত: অমিত শাহ

কলকাতা, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার দাবি করেছেন, একসময় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে শিলিগুড়ি করিডর (চিকেন নেক সেক্টর) অনুপ্রবেশের করিডর হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা ধীরে ধীরে সুরক্ষিত সীমান্তের প্রতীক হয়ে উঠছে।

শনিবার উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি)-এর নজরদারি ব্যবস্থা পরিদর্শনের পর সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি এই দাবি করেন।

অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তজুড়ে নজরদারি টাওয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং সেগুলিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত করেছে। এর ফলে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা আরও শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য হয়েছে।

এদিন শিলিগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দার্জিলিং জেলার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

# বাংলা মাতৃভাষা মানেই ‘বিদেশি’ নয়

স্বপনকুমার মণ্ডল

এমনিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললে বাঙালি না ভেবে বাংলাদেশি ভেবে পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা বা আটক করা থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার মতো ঘটনায় বাঙালিদের মধ্যে গভীর উৎকণ্ঠা থেকে বিপন্নতাবোধ জেগে উঠেছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওড়িশা, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের - আটক করার খবর লাগামহীনভাবে ছড়িয়ে ৩ পড়ায় দেশে হঠাৎ করে বাংলাদেশি ভেবে গু বাঙালির বিপন্নতাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই অনভিপ্রেত আবহাওয়ার মধ্যেই সম্প্রতি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সে রাজ্যে বাঙালিরা সেন্সাসের সময় বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা লিখলে বিদেশি চিহ্নিতকরণ - সহজ হবে বলে যে ভয়ঙ্কর হুমকি দিয়েছেন, তা শুধু সেই রাজ্যেরই নয়, দেশের বাঙালিদের মধ্যেও নতুন করে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ তো রীতিমতো বাঙালিবিদ্বেষ। এমনিতেই সেখানে আশির দশক থেকে বাঙালি ‘‘খেদাও’’ তথা বিতাড়নের ট্র্যাজিক ইতিহাস এখন আরও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমান সক্রিয় যা গভীর উদ্বেগজনকও। সেই ইতিহাসের সঙ্গে এনআরসি বা সিএএ-এর জুজু জুড়ে অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের চিহ্নিতকরণের আয়োজনে আতঙ্কিত বাঙালির মনে অস্তিত্ব সংকটের নিবিড় হাতছানি জেগে থাকে। তার উপরে সেন্সাসে ‘‘বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি’’র সিদ্ধান্ত তথা মাতৃভাষা বাংলা লেখার দায়ে বাঙালি না বুঝিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণের সুবিধার চেতাবনি তো দেশান্তর করার আগাম হুঁশিয়ারি প্রদান। দেশভাগের করুণ পরিণতিতে মানুষ ভাগের দায় কেন বাঙালিকে এখনও বইতে হবে, তা। শুধু বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর যুক্তিতে মেলানো গু যায় না, বরং বলা ভালো মেলানো অন্যায়। বাংলাদেশি মানে বাঙালি হলেও বাঙালি মানেই বাংলাদেশি নয়। বাঙালির মাতৃভাষাই শুধু বাংলা নয়, বাংলাভাষা বাঙালির অস্তিত্ব ও গৌরব। ভারতের যে ভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতিতে সমুজ্জ্বল, সেই ভাষাই বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না। তাছাড়া সব ভাষা মাতৃভাষা নয়, সব মাতৃভাষাও ভাষা হয়ে ওঠে না। এজন্য ভাষা ও মাতৃভাষা রূপে বাঙালির বাংলাভাষার ঐতিহ্য ও গৌরবের পরিচয় আন্তজাতিকভাবেই স্বীকৃতি লাভ করে।। যে মাতৃভাষা পৃথিবীর মাতৃভাষাগুলিকে স্মরণ অবিস্মরণীয় করে তুলেছে, সেই মাতৃভাষা বাংলাই বাঙালির অস্তিত্ব থেকে বিস্মৃত করার আয়োজন শুধু ভয়ঙ্করই নয়, অমানবিকও। আসলে ভাষার চেয়েও মাতৃভাষার অস্তিত্ব আরও গভীর, আরও আত্মিকভাবে অবিচ্ছেদ্য। অমর একুশে আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে উনিশে মে ভাষা শহিদ দিবস বা ১ নভেম্বর মানভূম ভাষা আন্দোলনের সাফল্য উদযাপন সর্বত্র ভাষা ও মাতৃভাষা একাকার - মনে হয়। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বে তার - গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যত উৎকর্ষের অভিমুখে সক্রিয় হয়েছে, তার আধারে ততই ভাষার - বহুত্ববাদী চেতনা বিস্তার লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার বুনিয়াদি চেতনার জাগরণে তার স্বীকৃতি ও সম্মান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল সময়ের অপেক্ষা। ভাষার একাধিপত্য থেকে ভাষার রাষ্ট্রীয়করণের পথে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই তার মূলাধার। সেদিক থেকে বাংলা ভাষার বনেদি ভূমিকা চরৈবেতি। ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বরে ইউনেসকো-র আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস তারই স্বীকৃতি। শুধু তাই নয়, বাঙালি তার মাতৃভাষার সম্মান ও স্বীকৃতি লাভের শ্রীবৃদ্ধিমান প্রকৃতিতে সমান সচল।

২০০২-এ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে সম্মানসূচক সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদেশি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা তৃতীয় স্থানে উঠে আসে ২০১৮-তে। অন্যদিকে তার মাসতিনেক পূর্বে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে বাংলা। ইংরেজির পরেই সেখানে বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন। সেই সময় সেখানে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৭১,৬০৯। সেদিক থেকে বাঙালির মনে আত্মশ্লাঘা জাগাই স্বাভাবিক। বাংলাভাষার বিস্তারে এসব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের পথ বেয়ে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সংখ্যাগুরুর প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। আর এই বিতর্কের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষিক চেতনা। সেখানে ভাষা ও মাতৃভাষা একাকার। অথচ ভাষামাত্রেই যেমন সকলের মাতৃভাষা নয়, তেমনই মাতৃভাষামাত্রই ভাষা হয়ে ওঠে না। যে ভাষা মানসিক লালন-পালনে মা হয়ে ওঠে, সেই ভাষাই মাতৃভাষা। তার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছেদন হলেও অদৃশ্য অস্তিত্বে তা আজীবন বহমান। যে ভাষা আযাতে বেরিয়ে আসে, আনন্দে জেগে ওঠে, সে ভাষাই মাতৃভাষা। সেই মাতৃভাষার আকাঁড়া মুর্তিই পরিশোধিত হয়ে ভাষার আভিজাত্যে প্রতিমায় নৈবেদ্য লাভ করে। সেদিক থেকে মাতৃভাষা যেখানে জনসম্পদে বিস্তার লাভ করে, তেমনই তার ভাষা মনসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি করে চলে। মাতৃভাষার প্রকাশে আন্তরিক, ভাষা বিচরণে আত্মনিষ্ঠ। সেক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক বৈরিতার তো নয়ই, বরং একে অপরের সত্তায় বিজড়িত, অবিচ্ছিন্ন পরিপূরক। আবার ভাষার যোগ যেখানে বহুবিস্তারি, মাতৃভাষা সেখানে একক হয়েও প্রকাশমুখর। সেই প্রকাশেই যে অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিস্তার। তাকে অস্বীকারের মধ্যে সেই মানুষকেই অস্বীকার করা হয়। এজন্য যেখানে ভাষা মানুষের অধিকারের কথায় উচ্চকিত, সেখানে মাতৃভাষা তার আপন অস্তিত্বে প্রকট প্রকাশ। সেদিক থেকে বাংলার ভাষিক শ্রীবৃদ্ধিতে তার ভাষার নয়, মাতৃভাষার যোগ সুনিবিড়। আসলে আধুনিক বিশ্বে বহুমুখী বিস্তারে ভাষার আবেদন উৎকর্ষমুখর। তার বিকল্পের পরিসর যেমন মুক্ত, তেমনই তার বিস্তার আবেদনপ্রবণ। এজন্য একাধিক ভাষাশিক্ষার প্রবণতা সেখানে প্রবহমান। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষাশিক্ষায় আভিজাত্যবোধের বিষয় নানাভাবেই হাতছানি দেয়। অন্যদিকে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। যথেষ্ট বড় হওয়া সত্ত্বেও সুস্থসবল শিশুর কথা বলতে না শেখার হদিশ মেলে তার বাবা মা’র দুই ভিন্ন ভাষায় কথা বলার মধ্যে। তার অবিকল্পতাই তার আত্মিক স্বকীয়তা। এজন্য মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ হলেই জনকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে। সেখানে অমর একুশের ভাষা আন্দোলন ছিল আসলে মাতৃভাষার সংগ্রাম। মাতৃভাষার মধ্যে শুধু ভাষিক পরিচিতি থাকে না, আত্মিক সত্তা তার অবিচ্ছেদ্য। এজন্য সেই ভাষিক অস্তিত্বে শাসকের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আঘাত নেমে আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তার প্রতিরোধী চেতনাও জীবনমরণ লড়াই-এ সামিল করে। বন্দুকের গুলি থেকে ধর্মের বুলি দিয়েও তাকে বিরত করা যায় না। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল মানসিকতা দিয়েও সেই মাতৃভাষার আন্দোলনকে বাগে আনা যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৫৫-তে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমি গঠন করে দুধের বদলে পিটুলি গোলা দিয়েও ভোলাতে পারেনি। আসলে তা ভোলানো যায় না। যেখানে অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখে, সেখানে মূকও মুখর হয়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেই মাতৃভাষার আন্দোলনে দেশের ৮৫ শতাংশ আপামর আমজনতাই ভাষাসৈনিক। সেই মাতৃভাষার সৈনিকরাই ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পতাকার মাঝে রক্তিম সূর্য নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে দেশভাগ হয়েছে, মানুষ ভাগ হয়েছে, ভাষাও এপার- ওপারে ভাগ হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারেনি। অস্তিত্বের পরশেই তার সরব প্রকাশ। এজন্য তা অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন সত্তায় বিরাজমান। সেই মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ করার উপক্রম হলেই তার প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার বিরুদ্ধে আমজনতার কণ্ঠ জীবনপণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। এভাবেই উঠে এসেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে’র রক্তাক্ত সংগ্রাম। সেখানে ভাষার পরিশুদ্ধতা বা ধনসম্পদ তার নেই, কিন্তু আকাঁড়া প্রকৃতির সবুজ প্রাণের পরশে রয়েছে আত্মিক যোগ। সেই যোগের পরিচয়ে বাঙালির ভাষিক পরিচিতি আজ শ্লাঘার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাংলা ভাষার নয়, বাঙালির মাতৃভাষাই সমান সচল। আসলে বিশ্বায়নের যুগে ভুবনগ্রামে ভাষিক পরিচয়ের সঙ্কট সেই অর্থে নেই। সেখানে মাতৃভাষার আত্মিক সঙ্কটকে অনিবার্য করে তুলেছে। একদিকে যেমন তার বহুভাষার বা জাতীয়বাদী এককভাষার আভিজাত্যবোধ শ্রীবৃদ্ধিমান, অন্যদিকে তার আগ্রাসী প্রভাবে মাতৃভাষা ক্রমহ্রস্বমান। সেই প্রেক্ষিতে বাঙালির মাতৃভাষা যখন বিদেশেও আপন অস্তিত্বে মর্যাদা লাভ করে, তখন তার বনেদিয়ানাই স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে ভাষার আভিজাত্যের মধ্যে মাতৃভাষার অস্তিত্বও বর্তমান। ভাষা মানুষের মন বা মননের সম্পদ, মাতৃভাষা তার আত্মিক সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকারে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। দেশভাগের চব্বিশ পর যেমন পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে, তেমনই তার অব্যবহিত পরিসরে স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বও বর্তমান। সেক্ষেত্রে দেশে বিদেশি বাংলাদেশিদের বিতাড়নের লক্ষ্যে আপামর বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই, সেই অধিকার কারও থাকতে পারে না। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় যে রাজ্যে ১৯ মে-র ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করে, সেই রাজ্যেই আবার বাঙালিদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার সরকারি হুঁশিয়ারির মধ্যে যে দুঃসাহসী পদক্ষেপ বর্তমান, তা আসলে সুবিধাবাদী রাজনীতির গভীর ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তাতে সেই রাজ্যেই শুধু নয়, সেই সূত্রে অন্য বাজ্যগুলিতে বাঙালির দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঙালির মাতৃভাষার দুর্যোগই তাকে শুধু বিপর্যস্ত করবে না, বরং আরও সুযোগ করেও দেবে। মাতৃভাষার ঐক্যে এখনও বাঙালির হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই, আছে সম্প্রীতির মহামিলনের ঐক্যতান। সেই ঐক্যবোধেই বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি। নয়, বাংলা বাঙালির আপন স্বদেশ। সেই স্বদেশ থেকে বিদেশি চিহ্নিত করা যায় না, বিতাড়ন তো দূরের কথা। যেভাবেই বলা হোক, যাকে উদ্দেশ্য করেই হোক, আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বাঙালিবিরোধী মানসিকতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, মান্যতা লাভ করে না। বরং এরকম ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারি বহুভাষাভাষীর দেশে বিভেদকামী শক্তিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার অপকৌশলে দেশের নাগরিক চেতনাতেই আরও তীব্র ভয়াবহ সংকট বয়ে আনবে। এজন্য তার তীব্র প্রতিবাদ জরুরি।

**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# ইন্দিরার ‘জরুরি অবস্থা’: ৫০ বছরে ভারত কী শিক্ষা পেল

শশী থারুর

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন। ওই দিন ভারত এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হলো। সেদিন সকালবেলা রেডিও-টেলিভিশনে শোনা গেল এক শীতল ঘোষণা: ‘দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।’ এরপর ২১ মাস ধরে দেশটিতে মৌলিক অধিকার স্থগিত ছিল। তখন সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক ভিন্নমত নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেন নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। মনে হচ্ছিল ভারতের সংবিধানের মূল প্রতিশ্রুতিস্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বসবই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে গিয়েছিল। এরপর পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে। এত বছর পরে এসেও সেই সময়টি ভারতবাসীর সামষ্টিক স্মৃতিতে ‘জরুরি অবস্থা’ নামে গেঁথে আছে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় আমি ভারতে ছিলাম। অবশ্য ঘোষণার কিছুদিন পরেই আমি যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর করার জন্য চলে যাই এবং বাকিটা সময় দূর থেকেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। জরুরি অবস্থার শুরুর মুহূর্তেই আমার মনে গভীর এক অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। ভারতের যে উন্মুক্ত ও প্রাণখোলা গণপরিসরে সব সময় প্রাণবন্ত বিতর্ক আর স্বাধীন মতপ্রকাশ চলে আসছিল, সেটি যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিরচেনা কোলাহলের বদলে নেমে এসেছিল একধরনের ভয়ের নীরবতা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দাবি করেছিলেন, এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন; জরুরি অবস্থা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বাইরের হুমকি সামলানো যাবে না। তিনি বলেছিলেন, জরুরি অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। জরুরি অবস্থার সময়ে বিচারব্যবস্থাও প্রবল চাপে নতি স্বীকার করেছিল। এমনকি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তখন হ্যাবিয়াস কর্পাস (যার মাধ্যমে একজন নাগরিক অন্যায়ভাবে আটক হলে আদালতে নিজের মুক্তির আবেদন করতে পারেন) এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা বাতিলের সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিয়েছিলেন। সে সময় সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, বিরোধী রাজনৈতিক নেতাসবাইকে ধরে জেলে ভরে দেওয়া হয়। সংবিধানের এই ব্যাপক লঙ্ঘন মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক ভয়াবহ ইতিহাস তৈরি করে। জেল হেফাজতে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কথা সে সময়ে ততটা প্রকাশ না পেলেও যাঁরা সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের জন্য এটি ছিল এক নির্মম বাস্তবতা। আসলে ‘শৃঙ্খলা’ আর ‘শান্তি-শৃঙ্খলার’ কথা বলে যা প্রচার করা হয়েছিল, তা অনেক সময়ই ভয়ংকর নিষ্ঠুরতায় রূপ নিয়েছিল। এর সবচেয়ে নির্মম উদাহরণ ছিল জোর করে পুরুষদের বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি। ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে ওই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। মূলত দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর ওই ‘অভিযান’ চালানো হয়। শুধু সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সে সময় মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা জোর করে ভ্যাসেকটমি অপারেশন করা হতো। জরুরি অবস্থার সময় যে শৃঙ্খলা এসেছে বলে বলা হয়েছিল, তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। এর মধ্য দিয়ে ভারতের প্রজাতন্ত্রের আত্মাকেই হারাতে হয়েছিল। বিরোধী মত দমন, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, মতপ্রকাশ ও লেখার স্বাধীনতা বন্ধ করে দেওয়া এবং সংবিধানের নিয়মকানুনকে প্রকাশ্যেই অবজ্ঞা করার মতো কাজগুলো ভারতের রাজনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে শহরাঞ্চলেও ছিল দমন---পীড়ন। রাজধানী নয়াদিল্লির মতো জায়গায় নির্মমভাবে বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ এক রাতেই গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। এসব গরিব মানুষের কী হবে, কীভাবে তারা বাঁচবেসেসব নিয়ে সরকার তখন একটুও চিন্তা করেনি। এই ঘটনার ভয়াবহতাকে পরে অনেকেই ‘দুঃখজনক বাড়াবাড়ি’ বলে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ এও বলেন, জরুরি অবস্থার পরপরই সাময়িকভাবে একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, যা নাকি গণতন্ত্রের গোলমালপূর্ণ রাজনীতির মধ্যে একধরনের বিরতি এনে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলোএই সহিংসতা ও দমন- পীড়ন এসেছিল এমন এক ব্যবস্থার হাত ধরে যেখানে ক্ষমতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং সেই ক্ষমতা একসময় নিপীড়ক স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

জরুরি অবস্থার সময় যে শৃঙ্খলা এসেছে বলে বলা হয়েছিল, তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। এর মধ্য দিয়ে ভারতের প্রজাতন্ত্রের আত্মাকেই হারাতে হয়েছিল। বিরোধী মত দমন, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, মতপ্রকাশ ও লেখার স্বাধীনতা বন্ধ করে দেওয়া এবং সংবিধানের নিয়মকানুনকে প্রকাশ্যেই অবজ্ঞা করার মতো কাজগুলো ভারতের রাজনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। যদিও বিচারব্যবস্থা পরে গিয়ে নিজ অবস্থান ঠিক করে নেয়, তবে শুরুতে তারা যেভাবে ভয় পেয়ে নতি স্বীকার করেছিল, তা সহজে ভুলে যাওয়ার নয়। ওই সময়ের এই কথিত ‘বাড়াবাড়ি’ বা ‘অতিরঞ্জন’ অসংখ্য মানুষের জীবনে গভীর ও স্থায়ী ক্ষতি করে যায়। অনেক পরিবার তাদের আপনজন হারায়। অনেকে অন্যায্য কারাদণ্ড বা নির্যাতন ভোগ করে।

এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা অনেক মানুষের মধ্যে একধরনের আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়। এর প্রকাশ আমরা দেখি ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে। তখন জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ভোট হয় এবং মানুষ বিপুলভাবে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস পার্টিকে পরাজিত করে।

আজ জরুরি অবস্থা ঘোষণার ৫০ বছর পূর্তি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন শুধু ভারতে নয়, অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিমালাকে ঘিরে গভীর বিভক্তি ও সংকট চলছে। তাই ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো ও নিজেদের ভেতরটা পর্যালোচনা করার জন্য এই বার্ষিকী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। জরুরি অবস্থা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, এই ধরনের আদেশ জারিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে কতটা ভঙ্গুর হতে পারে। একটি সরকার কত সহজেই নৈতিক দিশা হারাতে পারে এবং মানুষের কাছে তার দায়িত্ববোধ ভুলে যেতে পারে সেটি আমাদের এই ঘটনা আবার মনে করিয়ে দিয়েছে। ওই জরুরি অবস্থা আমাদের দেখিয়েছিল, ব্যক্তির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া কীভাবে ধীরে ধীরে ঘটানো হয়। তখনই আমরা সম্যকভাবে দেখেছিলাম, প্রথমে খুব সূক্ষ্মভাবে ‘জনস্বার্থ’ বা ‘উন্নয়ন’ইত্যাদির নামে ছোট ছোট পরিসরে অধিকার খর্ব করা হয়। ‘পরিবার পরিকল্পনা’ আর ‘শহর উন্নয়ন’ এর মতো কথাগুলো একসময় জোরপূর্বক বন্ধ্যকরণ আর লোকদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভয়ংকর কাজে কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তা ওই ঘটনা আমাদের দেখিয়েছিল।

এই অভিজ্ঞতা থেকে শেখার মতো অনেক শিক্ষাই আছে। এসব শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, তথ্যের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যখন গণমাধ্যমকে দমন করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের জবাবদিহি করানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তবে এটাও সত্য, অনেক সংবাদমাধ্যম যেভাবে ভয় বা চাপের মুখে মাথা নিচু করেছিল, তা কিছুতেই ক্ষমাযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র টিকে থাকার জন্য একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা দরকার, যেটি নির্বাহী ক্ষমতার বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। আদালতের আত্মসমর্পণ (যদি সেটি সাময়িকও হয়) এক ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। তৃতীয় যে শিক্ষাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকের রাজনৈতিক পরিবেশে, তা হলোযখন একজন শাসক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় থাকে এবং নিজের সিদ্ধান্তকে সব সময় নির্ভুল মনে করে, তখন তিনি গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারেন। জরুরি অবস্থার সময় সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং যখনই কেউ সরকারের বিরোধিতা করেছে তখনই তার গায়ে ‘দেশদ্রোহী’ তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। আজকের ভারত ১৯৭৫ সালের ভারত নয়। এখন দেশ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। অনেক বেশি সমৃদ্ধ। অনেক দিক থেকে ভারত এখন অধিকতর শক্তিশালী গণতন্ত্র। তবু জরুরি অবস্থার শিক্ষা এখনো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ, ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রলোভন, সমালোচকদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা, কিংবা সংবিধানের নিয়মনীতি এড়িয়ে চলার প্রবণতাএসব এখনো বিভিন্ন রূপে সামনে আসে। অনেক সময় এসবের আড়ালে থাকে ‘জাতীয় স্বার্থ’ বা ‘স্থিতিশীলতা’র মতো আকর্ষণীয় ভাষা। এই দিক থেকে জরুরি অবস্থা আমাদের জন্য এক সতর্কবার্তা। সেটি হলোগণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা কখনোই উদাসীন থাকতে পারে না। ভারতে হোক কিংবা বিশ্বের অন্য কোথাও; আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাদের নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: আমরা কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধীরে ধীরে ক্ষয় বুঝতে পারছি? আমরা কি শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রের আগমন ঠেকাতে পারব? আমরা সংবাদমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজকে রক্ষা করার জন্য যা করছি তা কি যথেষ্ট? এগুলো কি আমাদের স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য? জরুরি অবস্থাকে শুধু ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে মনে রাখলেই হবে না। বরং তার শিক্ষা আমাদের ভেতরে ধারণ করতে হবে। এটা যেন সব সময় আমাদের মনে করিয়ে দেয়গণতন্ত্র কোনো স্থায়ী বা নিশ্চিত কিছু নয়। এটি আমাদের কাছে এমন এক অমূল্য উত্তরাধিকার, যাকে ভালোবাসা দিয়ে লালন করতে হয় আর বিপদের সময় সাহস নিয়ে রক্ষা করতে হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

18-07-26.pmd 1 19-07-2026, 00:34

২০২৭ সালের আদমশুমারির গৃহতালিকাভুক্তকরণ জরিপের জন্য নিজেই তথ্য প্রদান সম্পন্ন করেছেন মেয়র। ছবি নিজস্ব।

# ভারতের সম্প্রসারিত প্রতিরক্ষা শিল্প অস্ট্রেলিয়ার জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি করছে: রিপোর্ট

ক্যানবেরা, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): ভারতের দ্রুত সম্প্রসারিত প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও রপ্তানি খাত অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলির জন্যও নতুন কৌশলগত সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করছে। ভারত সাশ্রয়ী মূল্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদনে সক্ষম হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে একটি আকর্ষণীয় প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবে উঠে এসেছে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক প্রকাশনা ”দ্য ইন্টারপ্রিটার”-এর এক প্রতিবেদনে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অস্ট্রেলিয়া সফর মূলত মেলবোর্নে ভারতীয় প্রবাসীদের বৃহৎ সমাবেশের জন্য আলোচনায় থাকলেও, সফরে বিনিয়োগ, জ্বালানি, ক্রীড়া, শিক্ষা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত-অস্ট্রেলিয়া যৌথ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা ঘোষণার গুরুত্ব অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরীণ আলোচনায় ততটা গুরুত্ব পায়নি। কারণ সেই সময়ে অউকাস, চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতা এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছিল। তবে গত এক দশকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে।

নতুন যৌথ প্রতিরক্ষা ঘোষণায় সামরিক মহড়ার জটিলতা বৃদ্ধি, দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে আন্তঃ কার্যক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা, সামরিক প্রশিক্ষণ ও জনবল উন্নয়ন এবং একে অপরের ভূখণ্ড থেকে বিমান মোতায়েন বাড়ানোর মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়া, দুই দেশ একটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা রোডম্যাপ চূড়ান্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর আওতায় মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা, উদ্ধার ও সরিয়ে নেওয়ার অভিযান, লজিস্টিক সহায়তা এবং সমুদ্রের নিচের নজরদারি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। একই সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল সংক্রান্ত নতুন অংশীদারিত্বেও প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের মানববাহী মহাকাশ কর্মসূচির জন্য অস্ট্রেলিয়ার কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জে একটি নতুন মহাকাশ ট্র্যাকিং টার্মিনাল চালু করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও দুই দেশ আরও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়েছে। উন্নত প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যৌথ গবেষণা এবং শিল্প সহযোগিতার নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরে ভারত প্রায় ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিপাইনে ব্রহ্মোস ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, আর্মেনিয়ায় ভূমি থেকে আকাশে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, ভিয়েতনামে উচ্চগতির টহল নৌকা এবং মিয়ানমারে সংস্কার করা কিলো-শ্রেণির সাবমেরিন রপ্তানি করেছে ভারত। এছাড়া, একটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা মরক্কোতে সাঁজোয়া যান উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপন করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের ১৪৫টি প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক সংস্থার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এখন সবচেয়ে বড় বাজার। ভারত বর্তমানে অ্যাপাচি হেলিকপ্টার, এফ-১৬ যুদ্ধবিমান এবং এমকিউ-৯ ড্রোনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। পাশাপাশি, ভারতের ছোট প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিও ক্ষেপণাস্ত্র, সেন্সর, ড্রোন এবং প্রপেল্যান্ট উৎপাদন করে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে।

প্রতিবেদনে ভারত-বিদেশ যৌথ উদ্যোগের উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার হানওয়া অ্যারোস্পেস এবং ভারতের লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি)-র যৌথ উদ্যোগে তৈরি কে-৯ বজ্র স্বচালিত আর্টিলারি সিস্টেমের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, গুজরাতে স্পেনের প্রযুক্তিনির্ভর সি-২৯৫ পরিবহণ বিমান এবং তেলঙ্গানায় মার্কিন নকশার ভি-ব্যাট ড্রোন উৎপাদনও ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের সক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

# লিঙ্গ বৈষম্য ও অর্থনৈতিক সংকটেই বাংলাদেশে বাড়ছে মানব পাচারের ঝুঁকি: রিপোর্ট

ঢাকা, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): বাংলাদেশে মানব পাচারের সমস্যা এখনও উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা লিঙ্গ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার সীমিত সুযোগ এবং শ্রমবাজারে বৈষম্যের কারণে পাচারকারীদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দৈনিক ”দ্য এশিয়ান এজ”-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানবাধিকার কর্মীরা মেয়েদের শিক্ষায় আরও বেশি বিনিয়োগ, নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বাড়ানো গেলে দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ও ভুয়ো প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগিয়ে মানব পাচারকারীরা যে ফাঁদ পাতে, তা অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মানব পাচারের শিকার হচ্ছেন। অপরাধচক্রগুলি দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনিয়মিত অভিবাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সামাজিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে চাকরি, শিক্ষা বা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণার শিকার করছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মানব পাচারের সমস্যা শুধু সীমান্ত পারাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের গ্রামীণ এলাকা থেকে বহু মানুষকে শহরে এনে জোরপূর্বক শ্রম, গৃহস্থালির কাজ কিংবা বাণিজ্যিক যৌন শোষণের মতো কাজে বাধ্য করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বহু পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট পাচারকারীদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করছে। তরুণদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব, শিক্ষার সীমিত সুযোগ এবং উন্নত জীবিকার আকাঙ্ক্ষা অনেককে অনানুষ্ঠানিক নিয়োগকারীদের মাধ্যমে বিদেশে কাজের চেষ্টা করতে উৎসাহিত করছে। অসাধু দালালরা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পাশাপাশি জাল ভ্রমণ নথি সরবরাহ করছে। বিদেশে পৌঁছানোর পর অনেকের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, মজুরি আটকে রাখা হচ্ছে এবং তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মানব পাচারের কৌশলেও পরিবর্তন এসেছে। এখন পাচারকারীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ এবং অনলাইন চাকরির বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে সম্ভাব্য শিকারদের খুঁজে বের করছে।এছাড়া ভুয়ো চাকরি প্রদানকারী সংস্থা, প্রতারণামূলক বৃত্তি প্রকল্প এবং ভুয়ো বিয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের পাচারের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, সাইবার-নির্ভর মানব পাচার এখন নতুন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে, যা মোকাবিলায় একাধিক দেশের মধ্যে সমন্বিত তদন্ত প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনকেও বাংলাদেশে মানব পাচারের একটি নতুন কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততার কারণে বহু পরিবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। ফলে জীবিকার সন্ধানে তাদের অন্যত্র যেতে হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে পাচারচক্র।বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তুচ্যুত মানুষের স্থায়ী বাসস্থান, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব তাদের আরও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই জলবায়ু অভিযোজন, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে মানব পাচারবিরোধী কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে।

# “অপারেশন সিঁদুর” ভারতের বিশ্বমানের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির প্রমাণ: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): ”অপারেশন সিঁদুর” ভারতের আধুনিক, সক্ষম এবং বিশ্বমানের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির উজ্জ্বল প্রমাণ বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তারই ফল এই সাফল্য।

এক সরকারি বিবৃতিতে রাজনাথ সিং বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। স্টার্ট-আপ, এমএসএমই এবং তরুণ উদ্ভাবকদের নেতৃত্বে সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দেশ। তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ”আত্মনির্ভর ভারত” কর্মসূচি মোদি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

তিনি বলেন, ”অপারেশন সিঁদুর” ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অতুলনীয় বীরত্বের প্রতীক। এই অভিযানে জঙ্গি এবং তাদের মদতদাতাদের কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে, যা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ”শূন্য সহনশীলতা” নীতিরই প্রতিফলন।

রাজনাথ সিং বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি সরকারের কার্যকর নীতি। ভারত এখন শুধু নিজের সীমান্তেই নয়, প্রয়োজনে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটিতে ঢুকেও আঘাত হানতে সক্ষম।’

তিনি দাবি করেন, দেশের প্রতিরক্ষা খাতের রূপান্তরই ”অপারেশন সিঁদুর”-এর মতো জটিল অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর কথায়, এটি প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধ পরিচালনার এক উজ্জ্বল উদাহরণ এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতি সরকারের আস্থার প্রতিফলন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, এই অভিযানে ”আকাশ তীর”, ”আকাশ” ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, ”ব্রহ্মোস”সহ একাধিক অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। গত ১২ বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে ভিত তৈরি হয়েছে, তার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন বাড়াতে সরকারের উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৫০৯টি সামগ্রী নিয়ে পাঁচটি ”পজিটিভ ইন্ডিজেনাইজেশন লিস্ট” এবং প্রতিরক্ষা সরকারি সংস্থাগুলির জন্য ৫,০১২টি সামগ্রী নিয়ে আরও পাঁচটি তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও একটি নতুন তালিকা প্রকাশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

রাজনাথ সিং বলেন, ২০১৪ সালের প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের বার্ষিক প্রতিরক্ষা উৎপাদন রেকর্ড প্রায় ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একইভাবে, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ৬৮৬ কোটি টাকা থেকে প্রতিরক্ষা রপ্তানি বেড়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি হয়েছে।

তিনি জানান, চলতি বছরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ২ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০২৯ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। পাশাপাশি, ২০২৯ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা রপ্তানি ৫০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে।প্রতিরক্ষা শিল্পে আত্মনির্ভরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে গড়ে ওঠা প্রতিরক্ষা শিল্প করিডরের কথাও উল্লেখ করেন রাজনাথ সিং। তিনি জানান, এই দুই করিডরে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এর ফলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ প্রতিরক্ষা শিল্প করিডর ”আত্মনির্ভর ভারত”-এর সাফল্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

# আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে উঠে আসছে ভারত: রিপোর্ট

ব্রাসেলস, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে উঠে এসেছে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসন, মাদক ও অস্ত্র পাচার, জাল নথি এবং মাদক-সন্ত্রাস যোগকে ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বিচ্ছিন্ন অপরাধ হিসেবে নয়, বরং পরস্পর-সম্পর্কিত নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে আসছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ সালে ভারত জাতিসংঘের আন্তঃ দেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধবিষয়ক কনভেনশন এবং এর তিনটি প্রোটোকল অনুমোদনের মাধ্যমে মানব পাচার, অভিবাসী পাচার এবং অবৈধ অস্ত্র উৎপাদন ও পাচার রোধে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে।

ইউরোপিয়ান টাইমস-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ জুলাই মার্কিন বিচার বিভাগ ঘোষিত ”অপারেশন হার্ড বল” সীমান্ত অতিক্রমকারী সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে সমন্বিত আন্তর্জাতিক অভিযানের একটি বড় উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার, ৫০টিরও বেশি তল্লাশি অভিযান, তিনটি অভিযোগপত্র প্রকাশ এবং ৩৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনসব মিলিয়ে এটি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক অভিযান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মামলার গুরুত্ব ভারতের কাছে শুধু গ্রেপ্তারের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। তদন্তাধীন অপরাধচক্রগুলির মূল শিকড় ভারতে এবং প্রথমদিকে তাদের লক্ষ্যও ছিল ভারতীয় নাগরিকরা। ফলে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই এই অভিযানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারত।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, জেলে বন্দি পাঞ্জাবের গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই ও জগ্গু ভগবানপুরিয়া এবং কানাডাভিত্তিক রবিন্দর সিং ধান্ডার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ভাড়াটে খুন, চাঁদাবাজি, অস্ত্র পাচার এবং বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের মতো অপরাধ পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ভগবানপুরিয়া গোষ্ঠীর বিশ্বজুড়ে এক হাজারেরও বেশি সদস্য ও সহযোগী রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ এবং জেলে পাচার হওয়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করে চাঁদাবাজির নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত বলেও দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, লস অ্যাঞ্জেলেস বা ভ্যাঙ্কুভারের মতো শহরে এই গোষ্ঠীগুলি আলোচনায় আসার অনেক আগেই ভারত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক আলোচিত হত্যাকাণ্ডেও এই চক্রগুলির নাম উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২২ সালের মে মাসে পাঞ্জাবের জনপ্রিয় গায়ক সিধু মুসেওয়ালার হত্যার দায় স্বীকার করেছিল লরেন্স বিষ্ণোই ও তার সহযোগী সতিন্দরজিৎ সিং ওরফে গোল্ডি ব্রারের নেটওয়ার্ক। একই চক্রের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের অক্টোবরে মুম্বইয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক বাবা সিদ্দিকির হত্যাকাণ্ড এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধারাবাহিকভাবে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। ফলে এই অপরাধচক্রগুলির কাঠামো, অর্থের উৎস, সদস্য এবং জেল থেকে পরিচালিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভারতের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক তদন্তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, কানাডার রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) এই তদন্তে ভারতের সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছে। প্রসিকিউটরদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, স্পেন এবং ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি মামলার পরবর্তী পর্যায়েও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাবে।

# জন্তর মন্তরের বিক্ষোভে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের উপর কালি সদৃশ তরল নিক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): দিল্লির জন্তর মন্তরে চলা আন্দোলনের মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের উপর এক মহিলা কালি সদৃশ তরল নিক্ষেপ করেন। শনিবারের এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য সভাস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তরল নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই সমর্থকরা মঞ্চের দিকে ছুটে যান এবং বিক্ষোভস্থলে হইচই শুরু হয়। তবে ওই মহিলার পরিচয় বা এই ঘটনার উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করবে পুলিশ।

ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই অভিজিৎ দীপক ঘোষণা করেছিলেন যে, জলবায়ু আন্দোলনের কর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুককে আন্দোলনস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করবেন। তাঁর এই ঘোষণার পরই সমর্থকদের ভিড় বাড়ে এবং সেই সময়ই এই ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ৬ জুন থেকে জন্তর মন্তরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সিজেপি। গত ২৮ জুন থেকে সোনম ওয়াংচুকও এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেন।

এদিকে, টানা ২১ দিন অনশনের জেরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শনিবার সকালে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ বিক্ষোভস্থলে পৌঁছে স্লোগান ও প্রতিবাদের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিজিৎ দীপক অভিযোগ করেন, পুলিশ জোরপূর্বক সোনম ওয়াংচুককে আন্দোলনস্থল থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং তিনিও অনশন শুরু করেছেন। ঠিক সেই সময়ই সমর্থকদের ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে এক মহিলা তাঁর দিকে কালি সদৃশ তরল নিক্ষেপ করেন।

# “ভণ্ড ধর্মগুরু” অশোক খারাট-সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট, ৩৬.৯০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

মুম্বই, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): আধ্যাত্মিকতার আড়ালে চাঁদাবাজি ও অর্থপাচারের অভিযোগে স্বঘোষিত ”ধর্মগুরু” অশোককুমার একনাথ খারাট ওরফে ক্যাপ্টেন ওরফে বন্ধু বাবা, তাঁর স্ত্রী-সহ মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।ইডির মুম্বই জোনাল অফিস জানিয়েছে, মুম্বইয়ের বিশেষ পিএমএলএ আদালতে অশোক খারাট, তাঁর স্ত্রী কল্পনা খারাট এবং আরও চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩৬.৯০ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত, বাজেয়াপ্ত বা ফ্রিজ করা হয়েছে।

এর আগে, গত ১৯ মে অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর আওতায় অশোক খারাটকে গ্রেপ্তার করে ইডি। বর্তমানে তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।ইডি জানিয়েছে, গত ১৫ জুলাই অভিযুক্ত এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ১৯.২০ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর আগে, ২০২৬ সালের এপ্রিল ও মে মাসে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, লকার, যানবাহন এবং অন্যান্য সম্পদ থেকে ১৭.৭০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ফ্রিজ করা হয়।

সরকারওয়াড়া, শিরডি, সিন্নর এবং রাহাতা থানায় দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে এই তদন্ত শুরু করে ইডি।

তদন্তে উঠে এসেছে, অশোক খারাট ভক্তদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ”অবতার পূজা”, রোগ নিরাময়, অশুভ শক্তি দূর করা এবং ব্যবসায় উন্নতির আশ্বাস দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ ও সম্পত্তি হাতিয়ে নিতেন। ইডির অভিযোগ, প্রতারণা, চাঁদাবাজি এবং ভয় দেখিয়ে তিনি বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ অর্জন করেছেন।তদন্তকারী সংস্থার দাবি, খারাট নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং ভগবান শিবের অবতার বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতেন।

ইডির অভিযোগ, দুটি সমবায় ঋণ সমিতির মাধ্যমে এক কর্মচারীর যোগসাজশে একাধিক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং বহু বেনামি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বড় অঙ্কের নগদ অর্থ জমা ও উত্তোলনের মাধ্যমে তিনি অর্থপাচার করতেন। পরে সেই অর্থ বিশ্বস্ত সহযোগীদের কাছে রাখা হতো অথবা নাসিক, আহমেদনগর, সোলাপুর, পুনে এবং মুম্বইয়ে পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি কেনায় বিনিয়োগ করা হতো।

শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রদেশ মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## প্রোটিন বাড়াতে ছোলার সঙ্গে মেশাবেন যে পাঁচ খাবার

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য তালিকা গঠনে নিরামিষভোজীদের জন্য ছোলা একটি দুর্দান্ত উপাদান।
এছাড়া এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার খাদ্যতন্তু, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, সেলেনিয়ামসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান। তবে শুধু ছোলা খেলেই প্রয়োজনীয় সব অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় না। তাই ছোলাকে কিছু নির্দিষ্ট খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে খেলে প্রোটিনের মান ও পরিমাণদুটোই বাড়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এমন ৫টি নিরামিষ খাবার, যেগুলোর সঙ্গে ছোলা খেলে আপনি সহজেই প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারবেন।
১. পনির- প্রতি ১০০ গ্রাম পনিরে ১০---১৯ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ছোলা ও পনির একসঙ্গে রান্না করলে তা হয়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন যুক্ত খাবার। এটি কারি, সালাদ কিংবা স্টার-ফ্রাই হিসেবে খাওয়া যায়। ভাজা ছোলা ও পনিরকে লেবুর রস ও মসলা মিশিয়ে খেলে তা খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়। যদি আপনি এর সঙ্গে ভাত বা রুটি যোগ করেন, তাহলে এটি হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার।
২. চিনা বাদাম- প্রতি ১০০ গ্রাম চিনা বাদামে ২৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ভাজা চিনা বাদাম ও ছোলার সালাদ বা চাট একসঙ্গে খেলে তা হয়ে ওঠে উচ্চ প্রোটিন যুক্ত স্ন্যাকস। চিনা বাদামে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো ছোলার সঙ্গে মিলে শরীরের পেশি গঠনে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এতে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও ক্যালোরি, যা দীর্ঘস্থায়ী শক্তি দেয়।
৩. সয়াবিনের দানা প্রতি ১০০ গ্রাম সয়াবিনে ৫২ গ্রাম প্রোটিন থাকে। সেদ্ধ সয়াবিনের দানা ও ছোলাকে একসঙ্গে রান্না করে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে পোলাও বা এক-পাত্র খাবার তৈরি করা যায়। এটি একটি অত্যন্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। আবার এই দুটি উপাদান দিয়ে সকালবেলার চিলা (প্যানকেক) তৈরি করে তা ধনে পাতা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করলেও খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়। ৪. কুমড়ার বিচি প্রতি ১০০ গ্রাম কুমড়ার বিচিতে ১৯—২১ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ভাজা কুমড়ার বিচি ও সেদ্ধ ছোলাকে একত্র করে তৈরি করা যায় দারুণ সব স্যুপ, ডিপ ও চাটনি। আবার ছোলার সালাদে কুমড়ার বিচি ছিটিয়ে দিলে তা হয়ে ওঠে এক উচ্চপ্রোটিন যুক্ত স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস। ৫. কুইনোয়া প্রতি ১০০ গ্রাম কুইনোয়ায় ৪.৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে (সেদ্ধ অবস্থায়) সেদ্ধ কুইনোয়া ও ছোলাকে একসঙ্গে মিশিয়ে বুদ্ধা বোল তৈরি করা যায়, যেখানে আরও কিছু সেদ্ধ সবজি যোগ করলে তা হয়ে যায় একেবারে ভারসাম্যপূর্ণ একটি খাবার। চাইলে দেশি খাবারের ধাঁচে খিচুড়ি স্টাইলে রান্না করেও খাওয়া যায়, যার সঙ্গে দই ও আচার দিলেই হয়ে যাবে এক পরিপূর্ণ বাঙালি খাবার।

## লিভার ভালো রাখার দশটি উপায়

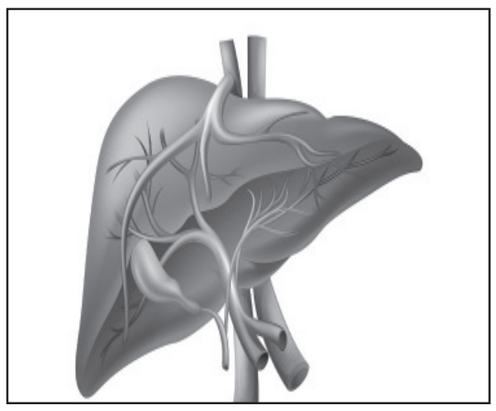



শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। সুস্থ থাকতে লিভার ভালো রাখার বিকল্প নেই।
তবে কিছু বদ অভ্যাসের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিভার খারাপ হয়। এ জন্য সচেতন থাকতে হবে। অনেকেই আছেন, যারা সারা বছর লিভারের সমস্যায় ভোগেন। খাওয়ার অনিয়মের কারণেই এ সমস্যা হয়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত না খেলে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।
লিভারের সমস্যা হলে মূলত হজম শক্তি কমে যায়। তাই প্রতিদিন তেল-মসলা ছাড়া খাবার খাওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রতিদিন খাবারের তালিকায় কিছু ফলও রাখতে পারেন।
লিভার ভালো রাখার ১০ উপায়
১. অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। একই সঙ্গে লো ফ্যাট ফুড থেকেও সাবধান থাকতে হবে। কারণ, এসব খাবার থেকে ফ্যাট বাদ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু খাবারের স্বাদ ধরে রাখতে প্রচুর পরিমাণ চিনি যোগ করা হয়। এতে লিভারের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। স্ট্রেসের সময় না খাওয়া মাঝেমধ্যে অনেকের মনে হয়, শরীরে এনার্জি কম লাগছে। ঠিক তখন এনার্জি ফিরে পেতে আমরা খাওয়া-দাওয়া করি, যা একদমই ঠিক নয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, লিভার সুস্থ রাখতে স্ট্রেসের সময় কোনো খাবার খাওয়া যাবে না। কারণ, ওই সময় ঠিকমতো হজম হয় না। ২. গাছের মূল খাওয়া লিভারের সমস্যা সমাধানে কিছু কিছু গাছে মূল খুব ভালো কাজ করে। হলুদের মূল লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ জন্য খালি পেটে অনেকে কাঁচা হলুদ খেয়ে থাকেন। ৩. ভিটামিন প্রোটিন বা ভিটামিন জাতীয় খাবার খাওয়ার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকুন। খাদ্য তালিকায় এমন খাবার রাখুন, যা লিভার ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। ভিটামিন ‘বি’ কমপ্লেক্স, ভিটামিন ‘সি’ লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া প্রোটিনের মধ্যে থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিডও লিভার পরিষ্কার রাখার জন্য ভালো কাজ করে। পাশাপাশি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লিভার সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ৪. ওষুধ এমন কিছু ওষুধ আছে, যেগুলো লিভারের ক্ষতি করে। যেমনপেনকিলার, টাইলেনল বা কোলেস্টেরলের ওষুধ লিভারের ক্ষতি করে। তাই এসব ওষুধ থেকে দূরে থাকুন। ৫. চা-কফি চা-কফি খেলে শরীরের ক্ষতি হয়এ কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু কফি খাওয়ার অনেক সুফল আছে। গবেষণা থেকে জানা গেছে, নিয়মিত কফি খেলে লিভারের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অন্তত ১৪ শতাংশ কমে যায়। ৬. টক্সিন টক্সিন লিভারের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। কারণ, এটি বিষজাতীয়, যা মুখে দিলে ত্বকের মাধ্যমে রক্তে শোষিত হয়। ফলে লিভার ভালো রাখতে হলে অবশ্যই স্প্রে, টক্সিন থেকে দূরে থাকতে হবে।
৭. প্ল্যান্ট প্রোটিন লিভার সুস্থ রাখতে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো সঠিক খাবার খাওয়া। এ ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট প্রোটিন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অ্যানিমেল প্রোটিনের থেকে প্ল্যান্ট প্রোটিন লিভারের জন্য অনেক ভালো। তাই বেশি বেশি ডাল, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, ফাইবার খেতে হবে। ৮. অ্যালকোহল অতিরিক্ত অ্যালকোহলে আমাদের লিভারে টক্সিন জমা হয়। তাই কোনোভাবেই এটি করা যাবে না। ৯. হেলদি ফ্যাট শরীরের জন্য ফ্যাট অনেক উপকারী। এ জন্য ডায়েট থেকে একেবারে ফ্যাট বাদ দেওয়া যাবে না। এতে লিভারের ক্ষতি হতে পারে। তাই খাবারের তালিকায় হেলদি ফ্যাট জাতীয় খাবার, যেমনঅলিভ বা ও
১০. লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু দেহকে বিষাক্ত পদার্থ সংশ্লেষণ করে এমন বস্তুতে রূপান্তরিত করে, যাকে জল সহজেই শুষে নিতে পারে। আর এ কারণেই সকালে লেবু-জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ লেবু-পানি লিভারকে কার্যকরভাবে কাজ করতে উদ্দীপনা যোগায়।

## তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করলে যেসব পরিবর্তন দেখবেন শরীরে

তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের ভালো। রাত ৮টার আগেই যদি রাতের খাবার শেষ করে ফেলেন, তবে দারুণ কিছু উপকার মিলবে। তবে অফিস বা কাজ শেষে জ্যাম ঠেলে বাড়িতে ফিরে এত তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়া বেশ মুশকিলই মনে হতে পারে। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ যদি নিয়ম মেনে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করেন, তবে শরীরে নানা ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। কী কী পরিবর্তন হতে শুরু করবে জেনে নিন।
১। যখন পেট গভীর রাতে ভারী খাবার হজম করতে ব্যস্ত থাকবে না, তখন সঠিকভাবে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবে সে। আপনি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বেন, বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবেন, এমনকি ঘুম থেকে উঠলে হালকা বোধ করবেন।
২। সকালে ঘুম থেকে উঠেই গ্যাস্ট্রিক বা পেট ফুলে যাওয়ার সমস্যায় ভুগবেন না। খাবার হজমে রাতভর পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার অর্থ হলো এটি পরিপাকতন্ত্রকে আরও পরিষ্কার করে তোলে।
৩। সকালে জোর করে নাস্তা করার ঝামেলায় আর পড়বেন না। কারণ সকালে উঠেই দেখবেন তীব্র ক্ষুধা লেগে গেছে। আর স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে সকালের নাস্তা করার অর্থ হলো সারাদিন সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকা।
৪। রাতারাতি হজমের চাপ কম হলে ডিটক্স চক্র ভালো হয়। এর ফলে ত্বক পরিষ্কার ও সতেজ হয়ে ওঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবেন ত্বক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, বিশেষ করে সকালে।

## বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে এই চার খাবার

ত্বক সুস্থ রাখতে প্রসাধনী যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি সঠিক খাদ্যাভ্যাস। বয়সের সাথে সাথে ত্বকে বলিরেখা দেয় দেয় স্বাভাবিকভাবেই। আবার আজকাল বয়সের আগেই অনেকের ত্বকে বলিরেখা পড়ে যায়। পাশাপাশি শুষ্ক এবং নিস্তেজ দেখায় ত্বক। তবে কিছু খাবার হাইড্রেশন বাড়িয়ে ত্বককে সঠিক পুষ্টি সরবরাহ করে এবং প্রতিদিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ত্বককে। নিয়মিত খাবারগুলো খেলে ত্বক থাকবে সতেজ, স্বাস্থ্যকর এবং বলিরেখাহীন।
১.প্রাকৃতিকভাবে বিটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু ত্বককে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে, যা বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখার অন্যতম প্রধান কারণ। এগুলো শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়, যা ত্বকের মেরামতে সহায়তা করে এবং গঠন মসৃণ রাখে। ২.শরীরকে ভিটামিন এ এবং ই শোষণ করতে সাহায্য করে ঘি। এছাড়া কোলাজেন প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করে। কোলাজেন ত্বককে দৃঢ় রাখে এবং ঝুলে পড়া রোধ করে। ঘি এর স্বাস্থ্যকর চর্বি ভেতর থেকে শুষ্কতার বিরুদ্ধেও লড়াই করে। ফলে ত্বকে নরম ও কোমল হয়। প্রতিদিনের খাবারে সামান্য পরিমাণে ঘি যোগ করুন ত্বক ভালো রাখতে।
৩.ভিটামিন সি পাওয়ার হাউস বলা হয় আমলকীকে। শরীরের কোলাজেন তৈরি এবং সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন এই ভিটামিন। শক্তিশালী কোলাজেন মানে কম সূক্ষ্ম রেখা এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা। আমলকী দূষণ এবং মানসিক চাপের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকেও রক্ষা করে ত্বককে।
৪.ত্বক টানটান রাখতে নিয়মিত খান মিষ্টিকুমড়ার বীজ। জিঙ্ক, ভিটামিন ই এবং প্রোটিনে ভরপুর এই বীজ। ত্বকের মেরামত এবং সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসব উপাদান।





## নারী

এক মাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টই নও তুমি। সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো অনুযায়ী পুরুষই তৈরি করেছে তোমাদের সৌন্দর্য সঞ্চারি। সৃষ্টির আদিকাল হতে গোটা বিশ্ব তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করে আসছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী, অধিকাংশ মানুষই এই একটা অনভিপ্রেত ভাবনার মাঝে ঘুর পাক খেয়ে যাচ্ছে। আর এই ভাবনাটি হলো পুঞ্জীভূত মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে হৃদয়ের আকাশে বিস্তৃত হয়। বিশ্ব কবি তাই তো বলেছেন যে সুখ দুঃখে মোরে কর সহচরী, আমার পাইবে তখনই পরিচয়। “নারীর” শুধুমাত্র সংসারের ঘেঁরা জালে তৃপ্ত হতে পারেনা। তাই ওদের অন্তরে জমে আছে অসংখ্য ক্ষোভ ও প্রতিবাদ, যা কী না, তাদের অন্তরে লুকায়ীত। লিঙ্গভেদেই এতো বৈষম্য বঞ্চনা, পরাধীনতা। যার ফলেই সারা বিশ্বেই এতো ক্ষোভ। এই একটি অভিশাপ, যা নাকি নারীদের, অচল অনর শিলার ন্যায় চেপে রেখেছে। সেটি হলো ‘ শৃঙ্খলিত নারী সমাজ’। বহু প্রতিবাদ, আন্দোলন করেও বিন্দুমাত্র নাড়ানো সম্ভব হয়নি, সমূলে। এই ফল স্বরূপ তৈরি হয়েছে ‘পুরুষ প্রধান’ ‘সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজে নারীর যা কিছু মর্যাদা, তা নির্ভর করে পুরুষের দয়া করুণা, ও ইচ্ছা, অনিচ্ছার উপর। সমাজের কোন সংসারে পরপর দু, তিনটি কন্যা সন্তান হলে, এটাই আলোচনা হয় যে কন্যার জন্ম হয়েছে পরের জন্য। এহেন উক্তি নারীর ক্ষমতায়নকে রোধ করে। দীর্ঘকাল ধরে নারীর হয়ে আসছে পুরুষের আরম্বরের ও ভোগ বিলাশের মাধ্যম হিসাবে। নারীর সোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠুক বিশ্বমহাত্মার কাছে এটাই প্রার্থনা করি। নারীদের আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহই দেয়না অধিকার। এবং সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভই মেঘ আকারে ঝড়ে পড়ে ধরনীতে। আবেদন নিবেদনের পথ পরিহার করে, নিজের অধিকারে সোচ্চার হয়ে উঠুক ‘নারী’। বিশ্বব্যাপিয়া পরিব্যপ্ত হওক এই সোচ্চার আওয়াজ। দীর্ঘ কালের এই বদঅভ্যাসকে নারীরাও মেনে চলেছিল বহুদিন যাবৎ। এটাই বিশাল প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘সভ্য’ সমাজ ব্যবস্থায়। এই বাঁধা হতে মুক্তি পেতে হলে জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সবত্রই লড়াই করে আস্তে হবে নারী সমাজকে। আর পুরুষকেও তাদের সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সমভাবে। কোন প্রকার দয়া করুণা নয়, একমাত্র সহমর্মীতা, ভালোবাসা ও স্নেহ দ্বারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে গোটা ‘পুরুষ’ সমাজকে। নারীদের প্রতিবন্ধকতার দরজাটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। বহু বিক্ষোভ, আন্দোলন, সংগ্রাম করতে হবে পুরুষকে সাথে করে নারীদের ঐ শিলা পাথরটিকে নাড়ানোর জন্য উৎপাটন করার জন্য। সমাজের দৃষ্টিতে কেবল মাত্র, আদর্শ স্ত্রী, সতী লক্ষ্মী গৃহীনী, সেবা পরায়ন কন্যা বন্ধু, এটিতেই আটকিয়ে থাকলে হবে না। এগিয়ে যেতে হবে প্রতিটি প্রতিযোগীতা ও কর্মে যা জলে হোক, স্থালে বা অন্তরীক্ষেই হোক সর্বত্রই। তবেই নারীরা পুরুষের সাথে সম মর্যাদা ও সম ক্ষমতায়ণের অধিকারী বলে বিবেচ্য হবে এবং নারীদের মর্যাদা, বিশ্বদরবারে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন লভিবে। নারীদের আপন, আপন ভাগ্য নিজেই নিজেকে জয় করিতে হবে।

***অভিজিৎ রায় চৌধুরী***

## চার স্বাদে কাঁঠালের বিচি ভর্তা

গরম ভাতের সঙ্গে খেতে দারুণ সুস্বাদু কাঁঠালের বিচি ভর্তা। চারটি ভিন্ন স্বাদে বানিয়ে ফেলতে পারেন এই ভর্তা। বাটার ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে ফেলা যায় সুস্বাদু ভর্তাগুলো। রেসিপি জেনে নিন। ১। এক কাপ কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ করে নিন ২ কাপ জল দিয়ে। জল একদম টেনে আসলে নামিয়ে নিন। প্যানে সরিষার তেল গরম করে নিন। ১০-১২টি মাঝারি চিংড়ি খোসা ছাড়িয়ে সামান্য লবণ দিয়ে ভাজুন। চিংড়ি ভাজা হলে উঠিয়ে একই প্যানে আস্ত শুকনা মরিচ ও কাঁচা মরিচ ভেজে নিন। ভাজা হলে উঠিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ নরম হলে উঠিয়ে রাখুন। ভর্তা তৈরির জন্য সেদ্ধ করে রাখা কাঁঠালের বিচি থেঁতো করে নিন। একইভাবে থেঁতো করে নিন চিংড়িসহ বাকি উপকরণ। স্বাদ মতো লবণ ও ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে মেখে পরিবেশন করুন। ২। মিডিয়াম হিটে শুকনা প্যানে খোসাসহ এক কাপ কাঁঠালের বিচি ভেজে নিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন ২ মিনিটের জন্য। আবার নেড়ে আবার কয়েক মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। এভাবে ভেজে নরম করে নিন বিচিগুলো। প্যানে শুকনা মরিচ ভেজে নিন মচমচে করে। আরও ভাজুন পেঁয়াজ। এবার কাঁঠালের বিচির খোসা ছাড়িয়ে একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে নিন। এতে আরও দিন ভেজে রাখা পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, ধনিয়া পাতা কুচি ও ১ টেবিল চামচ সরিষার তেল। সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। ৩। কাঁঠালের বিচির খোসা ছাড়িয়ে নিন। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও শুকনা মরিচ ভেজে নিন। সেদ্ধ করে রাখা কাঁঠালের বিচি থেঁতো করে পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, ধনিয়া পাতা কুচি, লবণ ও তেল দিয়ে মেখে নিন।
৪। কাঁঠালের বিচি শুকনা প্যানে টেলে নিন। ঢেকে নেড়েচেড়ে নরম করে সেদ্ধ করে নিন। প্যানে তেল গরম করে ৩/৪টি চ্যাপা শুঁটকি ভেজে নিন। ভাজা হলে উঠিয়ে একই প্যানে পেঁয়াজ কুচি ও মরিচ ভেজে নিন। ব্লেন্ডারে কাঁঠালের বিচি ব্লেন্ড করে নিন। এরপর ভাজা পেঁয়াজ, মরিচ, ভাজা মাছ, লবণ ও ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করে নিন।

## ডিম সেদ্ধ করার জল কি উপায়ে ব্যবহার করা যায়

ডিম সেদ্ধ করার জল বেশিরভাগ সময় ফেলেই দেওয়া হয়। তবে এতে কিন্তু বেশ কিছু পুষ্টিগুণ মিশে থাকে। সেদ্ধ করার সময় ডিমের খোসা থেকে এমন কিছু খনিজ বের হয়, যা পানিতে মিশে যায়। তার মধ্যে একটি হলো ক্যালসিয়াম। ডিমের খোসায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে। সেদ্ধ হওয়ার সময়ে সেই ক্যালসিয়ামই পানিতে মিশে যায়। পাশাপাশি ডিমে থাকা ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের মতো খনিজও মেশে জলে। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই পানি কাজে লাগানোর কিছু উপায় জেনে নিন।
১। ডিম সেদ্ধ করা জল দিয়ে গোসলের সময় চুল ধুলে নিন। চুল নরম ও মসৃণ হবে। ডিমের ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া বন্ধ করে। খুশকির সমস্যারও সমাধান করতে পারে ডিম সেদ্ধ করা পানি। এই জলের খনিজ উপাদানগুলো মাথার ত্বকের সংক্রমণও রোধ করতে পারে। ২। ডিম ফুটানোর জলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ থাকে, যার মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম। এগুলো উদ্ভিদের জন্য উপকারী। পানি ঠান্ডা হতে দিন প্রথমে। এরপর এই জল দিন গাছের গোড়ায়। মাটির গুণমান উন্নত করবে সেদ্ধ ডিমের জল সয়াম শিকড়ের বিকাশে সহায়তা করে, অন্যদিকে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল উৎপাদন বাড়ায় যা গাছকে সবুজ এবং আরও প্রাণবন্ত করে। ৩। ঘরের মেঝে, রান্নাঘরের তাক বা সিঙ্ক পরিষ্কারের কাজে এই জল ব্যবহার করতে পারেন। ডিম সেদ্ধ করা জলের ক্ষারীয় প্রকৃতি তেল চিটচিটে ভাব ও ময়লা দূর করে রান্নাঘরের। চুলার উপরের অংশ পরিষ্কার করতে কাজে লাগাতে পারেন এই জল। পুরনো থালাবাসন নতুনের মতো চকচকে করে তুলতেও এ জল কাজে আসতে পারে।
৪। সেদ্ধ ডিমের জল সার তৈরির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এর খনিজ পদার্থ জৈব উপাদানকে দ্রুত ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে। ঠান্ডা ডিমের জল কম্পোস্ট বিনে ঢেলে দিলে উপকারী জীবাণু বৃদ্ধি পায়। ফলে খাবারের টুকরো এবং জৈব বর্জ্য ভেঙে পুষ্টিকর সমৃদ্ধ সার তৈরি করে। এটি কিছুটা অতিরিক্ত আর্দ্রতাও যোগ করে, যা কম্পোস্ট তৈরির প্রক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক।

## গরমে সুতি ছাড়াও যেসব কাপড় আরাম দেবে

প্রচণ্ড গরমের এই সময় দিনভর স্বস্তিতে থাকতে চাইলে আরামদায়ক পোশাকের বিকল্প নেই। গরমে আরাম পেতে সুতি পোশাকই সাধারণত বেশি পরা হয়। কারণ ঘাম শোষণের বদলে এই কাপড় ঘাম শুকিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। এছাড়া বাতাসের আনাগোনা ঠিক রাখে। ফলে গ্রীষ্মে সুতি পোশাক হতে পারে প্রথম পছন্দ। তবে হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে ভিজে গেলে আবার সুতি বেশ বিড়ম্বনায় ফেলবে। কারণ সুতি পোশাক সহজে শুকাতে চায় না। গরমের এই সময়ে সুতি ছাড়া আর কোন কোন ফেব্রিক আরাম দেবে জেনে নিন। ফ্লাক্স ফাইবার থেকে তৈরি এক ধরনের প্রাকৃতিক কাপড় হচ্ছে লিলেন। সুতির মতোই ঘাম শুষে নিতে পারে এবং বাতাস চলাচল করতে দেয় এই ফেব্রিক। গরমের সময়ে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে ভারী সাজ সাজতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু খুব সাদামাটসসাজও মানায় না। সে ক্ষেত্রে লিনেন কাপড়ের পোশাক পরতে পারেন। তাতে আরাম আর সাজ, দুই-ই বজায় থাকে। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যও দারুণ আরামদায়ক এই কাপড়। সুতির পাশাপাশি কিছু প্রাকৃতিক ও সিনথেটিক তন্তু দিয়ে প্রস্তুত করা হয় রেয়ন কাপড়। সিল্কের চমৎকার বিকল্প হতে পারে এই কাপড়। রেয়নের কাপড় যেমন পরতে আরামদায়ক, তেমনি পরিষ্কার করাও সহজ। গরমে তাই নিশ্চিন্তে বেছে নিতে পারেন রেয়ন কাপড়ের পোশাক।
একটু মেঘলা ওয়েদারে নরম জর্জেটের কাপড় বেছে নিতে পারেন। এমন আবহাওয়ায় খুব বেশি গরম থাকে না, আবার হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে গেলে সহজেই শুকিয়ে যায় এই কাপড়।
লিলেন ও সুতির মিশ্রণে তৈরি হয় লন কাপড়। এটি হালকা ও ভীষণ আরামদায়ক। খানিকটা স্বচ্ছ ধরনের লন কাপড় মসৃণ ও নরম। গরমে আরাম পেতে লন কাপড় দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন কামিজ, কুর্তি কিংবা শার্ট। ছোটদের পোশাক কিংবা রাতের পোশাক হিসেবেও লন কাপড়ের ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবে।

18-07-26.pmd 2 19-07-2026, 00:34

# সিএইচও নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ
# পরীক্ষা বাতিল ও বিতর্কিত সোসাইটিকে অব্যাহতির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: ন্যাশনাল হেলথ মিশন (এনএইচএম) ত্রিপুরার অধীনে কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিইচও) পদের নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি এই লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতেই দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। অভিযোগের মূল কারণ ফলাফল তালিকার এক নজিরবিহীন ও অবিশ্বাস্য অসঙ্গতি। দেখা গেছে, পরীক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ বা অংশ প্রায় সম সংখ্যক নম্বর পেয়েছে। ৫০টি প্রশ্নের এই পরীক্ষায় প্রতিটির মান ছিল দুই করে, অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ফলাফলে দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন পরীক্ষার্থী ৯৭ থেকে ৯৮ নম্বর পেয়েছেন। প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় এ ধরনের ঘটনাকে ”ভূ-ভারতে নজিরবিহীন” বলে আখ্যা দিচ্ছেন সাধারণ পরীক্ষার্থীরা। এই ঘটনার পেছনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জোরালো অভিযোগ উঠেছে। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, পরীক্ষার আগেই ”ঝুটন” নামের এক পরীক্ষার্থী তথা গ্রুপ লিডার ১০০ শতাংশ কমন পড়ার গ্যারান্টি দিয়ে বাজারে নোট বিক্রি করেছিলেন। অভিযোগকারীরা জানতে পেরেছেন, মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষার আগেই কোশ্চেন সেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায়, সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীরাই প্রায় হুবহু একই রকম সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। আর এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাকি পরীক্ষার্থীরা। স্বাভাবিকভাবেই এই অনিয়মের অভিযোগের তির উঠেছে পরীক্ষা নিয়ামক বিতর্কিত সোসাইটির দিকে। প্রশ্ন উঠছে, পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র লিক না হলে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ কীভাবে এমন অভাবনীয় ও অবাস্তব ফলাফল অর্জন করতে পারে? সম্প্রতি টিপিসসি পরিচালিত ডাক্তার নিয়োগ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বিপুল অংশের নিম্নমানের নম্বর পাওয়ার ঘটনায় যেখানে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল, সেখানে সিএইচও পরীক্ষায় এমন গণ-সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার ঘটনা পুরো ব্যবস্থার স্বচ্ছতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এই গণ-দুর্নীতির প্রতিবাদে বর্তমানে পরীক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করার জোরালো দাবি উঠেছে। একই সঙ্গে পরীক্ষার্থীরা দাবি করছেন, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে বিতর্কিত সোসাইটিকে অবিলম্বে অব্যাহতি দেওয়া হোক। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে সরকারি উদ্যোগে একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা বোর্ড গঠন করার দাবি জানানো হয়েছে। অথবা সংশ্লিষ্ট দফতর যদি নিজস্ব রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, তবে ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো কলঙ্কজনক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন চাকরিপ্রার্থীরা। যোগ্যতা ও মেধার সঠিক মূল্যায়নের স্বার্থে প্রশাসন যাতে অবিলম্বে এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেটাই দেখার।

## রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন না মেহবুবা এনসিকে চিঠিতে জানালেন কারণ

শ্রীনগর, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে আগামী ২০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-র প্রস্তাবিত বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছে না পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি)। দলের সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি এনসি সভাপতি ফারুক আবদুল্লাকে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

চিঠিতে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মেহবুবা বলেন, শুধুমাত্র রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করলে তা ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের ঘটনাকে পরোক্ষভাবে বৈধতা দেওয়ার শামিল হবে। তাঁর দাবি, এতে বিজেপির রাজনৈতিক অবস্থানই শক্তিশালী হবে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক অধিকার পুনর্বহালের মূল প্রশ্নটি আড়ালে চলে যাবে।

মেহবুবা স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তেহারে পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সউভয় দলই অনুচ্ছেদ ৩৭০ পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, পরে এনসি সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক দাবিকে সরিয়ে কেবল রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়টিকেই সামনে এনেছে।

তিনি ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন সরকারেরও সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, সরকারি কর্মীদের বরখাস্ত, জামাত-ই-ইসলামি ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, নির্বিচারে আটক, সাহিত্যে বিধিনিষেধ এবং পরিবেশগত নানা ইস্যুতে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। চিঠিতে মেহবুবা ফারুক আবদুল্লা ও মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার কাছে সব আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানে একটি অভিন্ন রূপরেখা তৈরি করা জরুরি।এছাড়া রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি এবং জামাত-ই-ইসলামি-সহ বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিও তিনি তোলেন। তবে আন্দোলনে অংশ না নিলেও, যন্তর মন্তরের কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে এনসিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মেহবুবা মুফতি।

## বাংলা-অসমে কড়াকড়ির জেরে দক্ষিণ ভারতে ঘাঁটি গাড়ছে অবৈধ অনুপ্রবেশ চক্র, দাবি নিরাপত্তা সূত্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে চলা কড়া অভিযানের জেরে দালালচক্র তাদের কৌশল বদলেছে বলে দাবি করেছে নিরাপত্তা সূত্র। তাদের মতে, এই দুই রাজ্যে থাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত দেশের অন্যান্য অংশে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। নিরাপত্তা আধিকারিকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার কারণে দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশের সমস্যা জটিল আকার নিয়েছে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর সহযোগিতায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে ফেরত পাঠানোর কাজ চালালেও সম্প্রতি সেই অভিযান আরও জোরদার হয়েছে। তবে এখনও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বহু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী লুকিয়ে রয়েছে বলে তাঁদের অনুমান।সূত্রের দাবি, চলমান অভিযানের পর দালালচক্র এখন নজর এড়াতে অনুপ্রবেশকারীদের এমন রাজ্যগুলিতে পাঠানোর চেষ্টা করছে, যেখানে এই ধরনের বিষয়ে নজরদারি তুলনামূলকভাবে কম।সম্প্রতি কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরু পুলিশ দিলাওয়ার হুসেন, রাসুল ইসলাম এবং মইদ্দিন ইসলাম নামে তিনজনকে একটি বড় অবৈধ অনুপ্রবেশ চক্রের মূলচক্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে, তারা পশ্চিমবঙ্গের দালালদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছিল।

তদন্তকারীদের মতে, এর পিছনে একটি বৃহৎ আন্তঃরাজ্য অনুপ্রবেশ চক্র সক্রিয়।আরও এক আধিকারিকের দাবি, বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই দালালচক্র দ্রুত তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্র বদলাচ্ছে। যেখানে কড়া নজরদারি চলছে, সেখানে কার্যকলাপ কমিয়ে দেশের অন্য অংশে নেটওয়ার্ক বিস্তারের চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, এই চক্রটি সুপরিকল্পিত এবং বিদেশি অর্থায়নের সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ অনুপ্রবেশকে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তাঁর আরও দাবি, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত দালালরা বিপুল আর্থিক লাভ এবং পাকিস্তানের চাপের কারণে সহজে থামবে না।তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই সিন্ডিকেটের নেটওয়ার্ক পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানে উঠে এসেছে, অবৈধ অনুপ্রবেশের পাশাপাশি এই চক্র মানবপাচার এবং কালো টাকার লেনদেনের সঙ্গেও জড়িত। ১৩টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা নগদ এবং সোনা উদ্ধার হয়েছে বলেও তদন্তকারী সংস্থার দাবি।এছাড়া তদন্তে বিদেশি যোগেরও ইঙ্গিত মিলেছে। তদন্তকারীদের দাবি, যুক্তরাজ্যভিত্তিক কিছু হ্যান্ডলার আন্তঃদেশীয় হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতে অবৈধ অর্থ পাঠিয়ে এই চক্রকে সহায়তা করছিল।

## মানিক লাল দত্ত

● প্রথম পাতার পর

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) কলেজে পড়াশোনা শেষে ১৯৭৪ সালে বরদোয়ালি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক। সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আগরতলার জগন্নাথবাড়ির উন্নয়ন, মেলাঘর এলাকায় একটি আশ্রম নির্মাণে আর্থিক সহায়তা এবং অসংখ্য দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

এদিকে আগরতলা পুর নিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সম্পা সরকার চৌধুরী এবং প্রাক্তন কর্পোরেটর তথা বিজেপি নেতা জয়ন্ত চৌধুরী প্রয়াত মানিক লাল দত্তের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। শেষকৃত্যসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় তাঁরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

## পলিমার নোট চালুর পথে প্রথম পদক্ষেপ, বৈশ্বিক দরপত্র ডাকল আরবিআইয়ের মুদ্রণ সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (আইএএনএস): ভারতে পলিমার বা প্লাস্টিকের ব্যাঙ্কনোট চালুর প্রক্রিয়ায় প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) মুদ্রণ সংস্থা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড (বিআরবিএনএমপিএল) নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যযুক্ত পলিমার সাবস্ট্রেট শিট সরবরাহের জন্য দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলির কাছ থেকে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (ইওআই) আহ্বান করেছে।

একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগ্রহী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্মাতাদের আগামী ১৮ আগস্টের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হবে। এই সংস্থাগুলিকে ব্যাঙ্কনোট মুদ্রণের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপাসিফায়েড পলিমার সাবস্ট্রেট শিট তৈরির প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে।তবে এই দরপত্রে কোন মূল্যমানের নোট পলিমারে ছাপানো হবে বা কবে থেকে তা চালু হতে পারে, সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই।

পলিমার নোট চালু হলে তা ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন হবে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে দেশে বিশেষ ধরনের কাগজে নোট ছাপানো হচ্ছে। পলিমার নোট বিশেষ প্লাস্টিক ফিল্ম দিয়ে তৈরি হওয়ায় তা প্রচলিত কাগজের নোটের তুলনায় অনেক বেশি টেকসই, সহজে ছিঁড়ে যায় না এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য।প্রতিবেদন অনুযায়ী, দরপত্রে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক কঠোর শর্তও রাখা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিতে হবে। পাশাপাশি, চীন বা পাকিস্তানে থাকা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে ভারতীয় প্রকল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে হবে।

**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)**

Sealed quotations are invited by the undersigned on the behalf on the Govt. of Tripura from prospective reputed firm/ authorized distributor/ agent/ supplier/ dealer or interested person for repairing & maintenance works of 1.Drive shaft checking & repairing 2. Diesel line checking & repairing 3. Self starter checking & repairing of Vehicle no- TRO1-G-0986 (Tata Winger)Ambulance of IGM Hospital, Agartala.

The quotations from with detailed description of work & terms & condition will be available from the office of the Medical superintendent IGM Hospital, Agartala on any working days during the office hours from 11.00 A.M free of cost upto 05.00 P.M. on 2/7/2026

The quotations would be received at the office of the undersigned upto 05.00 P.M hrs on 21/07/2026 by speed post / currier service by hand & will be opened on next working days in the office of the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala

ICA/C-1266/26

**Medical Superintendent**
**IGM Hospital, Agartala**

## পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

গত কয়েক দিনে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব এবং আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক বিরোধী নেতা যন্তর মন্তরে গিয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানান।

এদিকে, আন্দোলনকারীরা আগামী ২০ জুলাই সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

## নেশাবিরোধী

● প্রথম পাতার পর

উত্তেজনা ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি শনিবার মনপাথর বাজারে সাপ্তাহিক হাট বসে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই বাজারকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি ও সেবনের প্রবণতা বেড়েছে। শুধু স্থানীয় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ এখানে আসেন বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের।

এই পরিস্থিতিতে শনিবার শান্তিরবাজার থানার ওসি রাজু দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ নেশাবিরোধী অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একটি অটোরিকশা থেকে বিপুল পরিমাণ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ, অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় কয়েকজন জনজাতি মহিলা ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে উদ্ধার হওয়া মদের বোতলগুলি পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশকে সেখান থেকে সরে আসতে হয়।স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মনপাথর বাজারের বিভিন্ন হোটেল এবং খোলা জায়গায় দীর্ঘদিন ধরেই প্রকাশ্যে মাদক ও মদ বিক্রি এবং সেবন চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত নজরদারি ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব বলে তাঁদের মত।

এলাকার সচেতন নাগরিকদের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের ‘নেশামুক্ত ত্রিপুরা’ গড়ার উদ্যোগ সফল করতে হলে মনপাথর বাজারের মতো স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালানো এবং আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন।তবে স্থানীয়দের অভিযোগ ও দাবির বিষয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।ঘটনার পর মনপাথর বাজারে অবৈধ মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে পুলিশ ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয় কি না, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

## মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিদুরকর্তা চৌমুহনী, পূর্বাশা, আশ্রম চৌমুহনী, মঠ চৌমুহনী, লাল বাহাদুর ক্লাব, উজান অভয়নগর, প্যারাডাইস চৌমুহনী এবং চলমান সংঘ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের পরিদর্শন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে কয়েকদিন ধরে জল জমে থাকতো। এখন কিন্তু সেটা নেই। বড় বড় শহরগুলিতেও বৃষ্টির সময় জল জমে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে এখন ১ ঘণ্টার মধ্যেই জমা জল বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ সব জায়গায় কাজ হচ্ছে। তবে আরো কীভাবে অত্যাধুনিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে জল দ্রুত নিষ্কাশন করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। তাদের তরফে আরো নজরদারি করতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব জায়গায় প্লাস্টিক বিক্রি হচ্ছে সেগুলিতে নজর দিতে বলা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার, পুর নিগমের কমিশনার সাজু ওয়াহিদ এ সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

## বৈঠক বিপ্লবের

● প্রথম পাতার পর

থাকার উল্লেখ করে ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর উদ্যোগে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ মনশ্রীর প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের করা হয়। এছাড়া, এই দুরারোগ্য রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শেফালি গালোটির সঙ্গেও শ্রী দেব নিজে বিস্তারিত আলোচনা করেন।এদিকে, মনশ্রীর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চেয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন আগেই। তাঁর অনুরোধ, মনশ্রীর জীবনরক্ষাকারী ওষুধটি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সংগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। পাশাপাশি, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার সহমর্মিতামূলক প্রবেশাধিকার কর্মসূচি- এর আওতায় মানবিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, মনশ্রীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যাতে দ্রুত ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তবে প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিবেচিত হবে বলে জানা গেছে।

## ঘোষণা দীপকের

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগের বিষয়ে দিল্লি পুলিশের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।আইএএনএস-কে অভিজিৎ দীপকে বলেন, ’এই আন্দোলন চলবেই। অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে দিল্লি পুলিশ চোর-গুণ্ডাদের মতো আচরণ করেছে। সোনম স্যারকে চাদর দিয়ে ঢেকে গোপনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতে আন্দোলন থামবে না।’তিনি আরও অভিযোগ করেন, যন্তর মন্তরে যাওয়ার পথে পুলিশ তাঁকে আটকে দেয় এবং শারীরিকভাবে হেনস্তা করে। তাঁর দাবি, ’আমাকে মারধর করা হয়েছে, রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ বলেছে, ”দেখি কীভাবে যন্তর মন্তরে যাও।”’দীপকের আরও দাবি, একাধিক বিধায়ক ও সাংসদকেও বিক্ষোভস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।তিনি জানান, শনিবার থেকেই তিনি অনশন শুরু করছেন। পাশাপাশি ২০ জুলাই সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে যন্তর মন্তর থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত ঘোষিত পদযাত্রাও নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী হবে।এদিকে, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ পুষ্পেন্দ্র সরোজও ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ’এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ২০ দিন ধরে অনশনরত একজন ব্যক্তির প্রতি সংহতি জানাতে বহু মানুষ এসেছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁদের কথা শুনছে না। আজ তাঁকে জোর করে চাদর দিয়ে ঢেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোনম ওয়াংচুক অনশন করছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে শনিবার সকালে তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আদালত এর আগে তাঁর প্রতিদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিল।

**TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARH**
**M.TECH COUNSELING AND ADMISSION NOTIFICATION**

**Dated: the 17th July, 2026**

The Counselling process of TIT Post Graduate Entrance Examination (TITPGEE) - 2026 would be held as per the following schedule:

| Date of Counselling | Date of Admission | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 Thursday | 23/07/2026 & 24/07/2026 | Multi-Utility Hall ME Block, TIT | 11am to 3pm |

Candidates must report 1/2 **(Half an Hour)** before the Schedule time of Counseling and put their attendance.

Candidates would appear before the 'Board of Counseling' with all relevant **documents in original.**

(i) TITPGEE- 2026 Admit card
(ii) Degree mark sheets(8th semester, 7th semester, 6th semester, 5th semester, 4th semester, 3rd semester, 2nd semester, 1st semester) in proper order
(iii) Class X mark sheet/Admit card where date of birth is mentioned
(iv) PRTC
(v) Category certificate[SC/ST/PWD/Ex-servicemen]
(vi) NOC for sponsored candidates.

**Also one set of photocopy of all the above mentioned documents in the same order with self-attestation must be submitted by the candidates.**

Counseling would be strictly on the basis of merit position in TIT Post Graduate Entrance Examination (TITPGEE) - 2026 and reservation policy adopted by the Government of Tripura.

Any discrepancy / shortfall found in relevant document at any stage of the counseling and also at later stage, even after admission may lead to cancellation of the nomination/ admission of the candidate.

Nominated candidates may take their admissions **on 23th and 24th July, 2026 from 11 am to 3 pm in the institute campus.** For further information and admission guidelines please visit the institute website https://admissiontit.in

ICA/D-600/26

**(Prof. Bijoy Kumar Upadhyaya)**
**Principal (in-charge)**
**Tripura Institute of Technology**
**Narsingarh, Agartala, Tripura (W)**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

On behalf of the 'Governor of Tripura' the District Magistrate & Collector, North Tripura District, Government of Tripura invites 01 Nos. item wise separate e-Tender (Two bid) from the eligible bidders up to 3.00 PM of 24/07/2026 for procurement of the following items for for newly constructed Office building of the DM & Collector, North Tripura District as per below mentioned terms & condition as well as concerned DNIT for details:-

| SL. NO | Name of the Item | Estimated Cost | Earnest Money | Cost of Tender | Last Date & ... | Bid Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Hiring of private Security Guard for newly constructed DM & Collector office complex, North Tripura District". DNIT NO: e-PT 14/DM/NORTH/2025-26 Dt.16/07/2026 | ₹ 11,82,129.00 | ₹ 23,643.00 | ₹ 1000.00 | Up to 3.00 PM of | At 3.30 PM on 24/07/2026 |

N.B.: Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened.

ICA/C-1270/26

**District Magistrate & Collector**
**North Tripura, Dharmanagar**

## নিয়োগ

● প্রথম পাতার পর

দলীয় নেতা বাদল শীলের স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচির জন্য আগে থেকেই পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল এবং ডিজিপি অনুরাগ ধনখড়ের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার পথে তাঁদের আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও একাধিকবার ফোনের পর অবশেষে কথা হয়। কিন্তু বিষয়টি জানানোর পরও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। আসলে ডিজিপি নিজেও এক পর্যায়ে এসপির আচরণে বিব্রত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের কিছু কর্মকাণ্ডে গোটা পুলিশ ব্যবস্থার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সড়কের বেহাল দশা নিয়েও সরব হন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, খোয়াই-আগরতলা সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। অথচ সরকার উন্নয়নের বড় বড় দাবি করছে। আগরতলা শহর পরিদর্শন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বর্ষার সময় জল জমে থাকা ও নাগরিক সমস্যার সময় মুখ্যমন্ত্রী কেন সরেজমিনে পরিদর্শনে বের হননি।

তিনি বলেন, সরকারের মেয়াদ ধীরে ধীরে শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই এখন বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আগরতলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে সরকারের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার যে সমস্ত পরিকাঠামোর কথা বলছে, তার অনেকটাই পূর্ববর্তী সরকারের সময় তৈরি হয়েছে। তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সিভিল হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন।

বিরোধী দলনেতা বলেন, বিরোধী দলের দায়িত্ব হল সরকারের ভুলত্রুটি তুলে ধরা এবং জনগণের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। আগামী দিনেও বিভিন্ন জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

## নেহা আমিন ও মনীশ

● প্রথম পাতার পর

অনির্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ভাঙতে দিল্লি পুলিশ অনশনরত শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের আটক করার চেষ্টা করেছে। শনিবার ছিল নেহা বোরার অনশনের ২১তম দিন। তিনি জানান, সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ সাধারণ পোশাকে কয়েকজন ব্যক্তি মঞ্চ এলাকায় প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর বিপুল সংখ্যক পুলিশ সেখানে পৌঁছে সোনম ওয়াংচুককে চিকিৎসার অজুহাতে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায়।

নেহার অভিযোগ, এরপর পুলিশ ও র‍্যাপিড ফোর্স (আরএফ) আন্দোলনকারীদের শিবিরের চারপাশের দড়ির ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং অনশনকারীদের আটক করার উদ্যোগ নেয়। তবে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকদের বাধার কারণে তারা তা করতে পারেনি। নেহা বোরা বলেন, একদিকে ২১ দিন ধরে অনশনে থাকা শিক্ষার্থী ও সোনম ওয়াংচুকের দাবির প্রতি সরকার কোনও গুরুত্ব দেয়নি। অন্যদিকে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করার চেষ্টা করছে। এই আন্দোলন শেষ হয়নি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

এদিকে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার সময় কিছু আন্দোলনকারী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে পুলিশ সর্বোচ্চ সংযম দেখিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের মারধরের অভিযোগও অস্বীকার করেছে দিল্লি পুলিশ।

অন্যদিকে, ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র মুখপাত্র অশুতোষ রাঙ্কা জানান, ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও নেহা বোরা, আমিন এবং মনীশ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা অবশিষ্ট অনশনকারীদের সরিয়ে দেওয়া রুখতে আন্দোলনস্থল ঘিরে মানববন্ধন গড়ে তোলেন। এদিকে আন্দোলন তৃতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করেছে। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ।

শুক্রবার অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা) জানিয়েছিল, নেহা বোরার রক্তে শর্করার মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে অনশন ভেঙে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে দীর্ঘ ২০ দিনের বেশি অনশনের কারণে আমিন ও মনীশেরও গুরুতর শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়েছে বলে সংগঠনের দাবি।

এদিকে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ওয়াংচুককে সরিয়ে নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরুর ঘোষণা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, তিনি কোনও অপরাধী নন। যদি তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

উল্লেখ্য, সিজেপি ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পাশাপাশি পরীক্ষা-সংক্রান্ত অনিয়মের জেরে আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। এছাড়া আগামী ২০ জুলাই সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে শান্তিপূর্ণভাবে সংসদ অভিযানেরও ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

গত ২০ জুন এই আন্দোলন শুরু হয়। সোনম ওয়াংচুক ২৮ জুন আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেন। শনিবার তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করার মাধ্যমে তাঁর অনশন আপাতত স্থগিত হয়।

## কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, জরিমানার অর্থ অনাদায়ে অভিযুক্তকে আরও এক মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পশ্চিম আগরতলা থানার ১৩০/২০২৫ নম্বর মামলায় এনডিপিএস আইনের ২২(বি), ২৫ ও ২৯ ধারায় এই রায় দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, ২০২৫ সালের ২২ নভেম্বর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বটতলা টিওপি পুলিশ বটতলা বাজার এলাকায় একটি স্কুটি-সহ সুমন দাসকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে স্কুটি থেকে ৩৫০টি সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট (মোট ৩১ গ্রাম) এবং ৯ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্ত শেষে পশ্চিম আগরতলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর চিন্ময় ভৌমিক ২০২৬ সালের ১৬ জানুয়ারি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। বিচার চলাকালীন উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়।

## ধর্মনগরের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী ও টুডার কমিশনার, কাজ দ্রুত শেষের নির্দেশ

ধর্মনগর, ১৮ জুলাই : ধর্মনগর শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এবং টুডার কমিশনার মিহির গোপালের উপস্থিতিতে শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়।

এদিন মূলত টুডার অধীনে নির্মাণাধীন ধর্মনগর আধুনিক বাজার, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের জন্য সোনারু বাসা এলাকায় চিহ্নিত জমি এবং ধর্মনগর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক এবং প্রকৌশলীরা।

প্রকল্পগুলির বর্তমান অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের পর বিধায়ক ও টুডার কমিশনার সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ধর্মনগরের আধুনিক বাজার প্রকল্প সম্পর্কে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী জানান, প্রায় ২৫ থেকে ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বহুতল অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। বাজারে লিফটসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। বর্ষার কারণে নির্মাণকাজে কিছুটা ধীরগতি দেখা গেলেও শীঘ্রই কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বর্তমান ব্যবসায়ীদের সমস্যা প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, নির্মাণকাজ চলাকালীন ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে পুরপরিষদ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে অস্থায়ী স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরার এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, আধুনিক বাজার চালু হলে ধর্মনগরের ব্যবসায়িক পরিকাঠামোয় বড় পরিবর্তন আসবে এবং শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পাবে।

এদিন স্মার্ট সিটি প্রকল্প এবং জল পরিশোধন প্রকল্পের কাজ নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বিধায়ক জানান, রাজ্য সরকারের 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গড়ার লক্ষ্য এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ধর্মনগরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিটি প্রকল্পের কাজের ওপর নিয়মিত নজরদারি রাখা হচ্ছে। আগামী দিনে ধর্মনগরকে একটি আধুনিক ও মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চলছে। বিধায়ক ও টুডার কমিশনারের যৌথ পরিদর্শনের ফলে প্রকল্পগুলির কাজ আরও দ্রুত গতিতে এগোবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

## খোয়াইয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা

আগরতলা, ১৮ জুলাই: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শনিবার খোয়াইয়ের স্বপনপুরী অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবির জীবন, সাহিত্যকর্ম ও সমাজচেতনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শনিবার সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র সহ বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যচর্চা, তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতিফলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, অল্প বয়সে প্রয়াত হলেও বাংলা সাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জন্মশতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে আগামী দিনেও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## তেলিয়ামুড়ায় ৭৭তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বার্তা

তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই: পরিবেশ সংরক্ষণ, বনভূমির সুরক্ষা এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্বকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হলো ৭৭তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব। শনিবার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্র (টাউন হল)-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, বন দপ্তরের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তিনি প্রতীকীভাবে চারা গাছ রোপণ ও জলসিঞ্চনের মাধ্যমে বনমহোৎসবের সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, কল্যাণপুর—প্রমোদনগর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, প্রধান মুখ্য বনপাল আর. কে. শ্যামল, বন দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বনমহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিরা। সেখানে বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে এক লক্ষ টাকা মূল্যের আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। এই সহায়তা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাজ্যের পাঁচটি অ্যান্টি ডিপ্রিডেশন ক্যাম্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন। বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো, দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই ক্যাম্পগুলির মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, "গাছ লাগান, গাছ বাঁচান, নিজেকে বাঁচান। বনমহোৎসব শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি পরিবেশ রক্ষার একটি সামাজিক আন্দোলন।" তিনি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে বেশি করে গাছ লাগানোর পাশাপাশি রোপণ করা গাছের পরিচর্যার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, বন ও পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে রাজ্য, দেশ এবং বিশ্বের কাছে সবুজ ভবিষ্যতের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

## কাঠালিয়ায় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সচেতনতামূলক শিবির, পশু বীমা ও আধুনিক পশুপালনে জোর

কাঠালিয়া, ১৮ জুলাই: 'পশু বীমা করুন, সঞ্চয় সুরক্ষিত রাখুন' এই বার্তাকে সামনে রেখে শনিবার সিপাহিজলা জেলার কাঠালিয়া ব্লকের পূর্ব পাহাড়পুর গাঁওসভা এলাকায় প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে গবাদি পশু পালন ও পরিচর্যা বিষয়ক এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের উদ্বোধন করেন ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঠালিয়া ব্লকের চেয়ারপারসন, জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকরা।

এই শিবিরে গরু, ছাগলসহ বিভিন্ন গবাদি পশুর সঠিক পরিচর্যা, রোগ প্রতিরোধ, টিকাকরণ, পশু বীমার গুরুত্ব এবং আধুনিক পশুপালন পদ্ধতি সম্পর্কে পশুপালকদের সচেতন করা হয়। পাশাপাশি উন্নতমানের পশুপালনে উৎসাহ দিতে অংশগ্রহণকারী পশুপালকদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এদিন প্রায় ৩৫ থেকে ৪০টি পরিবার তাদের গবাদি পশু নিয়ে শিবিরে অংশগ্রহণ করে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গবাদি পশু একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তিনি পশুপালকদের নিয়মিত প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানান। বিশেষ করে গাভী পালনকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য প্রাণিসম্পদ দপ্তরে পর্যাপ্ত ওষুধ ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা উপলব্ধ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, গবাদি পশুর খাদ্যের ঘাটতি দূর করতে অল্প জমিতে উন্নতমানের ঘাসের বীজ বপন করে পশুখাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার জন্য প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখারও আহ্বান জানান তিনি। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় পশুপালকরা জানান, এ ধরনের সচেতনতামূলক শিবির ভবিষ্যতেও নিয়মিত আয়োজন করা হলে গ্রামীণ এলাকায় পশুপালন আরও লাভজনক ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত হবে।

## বেকারদের কর্মসংস্থান ও ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুতের দাবিতে সোনামুড়ায় তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির গণঅবস্থান

আগরতলা, ১৮ জুলাই : বেকারদের কর্মসংস্থান, ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু সহ দশ দফা দাবিতে সোনামুড়ায় গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটি। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্র চৌমুহনী এলাকায় আয়োজিত এই গণঅবস্থান কর্মসূচিতে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মসূচিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান, সরকারি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা চালু, তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সরকারি চাকরিতে বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং জনগণনার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার মতো একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস। গণঅবস্থান চলাকালীন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন।

সুধন দাস বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, তার অধিকাংশই পূরণ হয়নি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে বহু যুবক কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

গণঅবস্থান কর্মসূচিতে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়।

## ঠাকুর ঘরও রেহাই দিচ্ছে না

● আটের পাতার পর

*গৃহিণী সম্পা দত্ত জানান ২০ হাজার টাকার উপরে ছিল মা লক্ষ্মীর ঘটে। পুরোটাই নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। ঠাকুর ঘরও তছনছ করে দিয়েছে।তারা সকালে বিশালগড় থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ঘটনা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে গেছে। বাড়ির মালিক একজনকে সন্দেহ করে পুলিশের কাছে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ ঐ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে খোঁজা খুঁজিও করেছে। যদিও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঐ ব্যক্তি পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। প্রতিনিয়তই উত্তর চড়িলাম সহ সংলগ্ন এলাকায় চুরির ঘটনা, নেশা কারবার সহ অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটছে। পুলিশ এই সব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।স্থানীয়রা পুলিশি টহল বাড়ানোর জোরালো দাবি তুলেছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কি ভূমিকা পালন করে, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে চড়িলামের জনগণ।*

## ত্রিপুরার রোগীদের জন্য কলকাতার বিএম বিড়লা হাসপাতালে বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসার সুযোগ

আগরতলা, ১৮ জুলাই: ত্রিপুরার হৃদরোগীদের জন্য সুখবর। কলকাতার বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে এখন আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় জটিল হৃদরোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

শনিবার আগরতলার গণরাজ চৌমুহনী এলাকার নাইট অ্যাঙ্গেল হেলথ কেয়ারে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান কলকাতার বিএম বিড়লা হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রতন কুমার দাস।

তিনি জানান, ত্রিপুরা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রোগীরা বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে বিএম বিড়লা হাসপাতালে বিনামূল্যে হৃদরোগের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ইএসআই এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমেও চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে।

ডা. দাস জানান, বিএম বিড়লা হাসপাতালে রোবটিক সার্জারি, এনজিওপ্লাস্টি, মাইক্রো সার্জারিসহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন হৃদরোগের চিকিৎসা করা হয়। তিনি ত্রিপুরার রোগীদের এই সুযোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

তিনি আরও জানান, তিনি প্রতি মাসে আগরতলায় আসেন। যেসব রোগী কলকাতায় অস্ত্রোপচার করাবেন, তাঁদের পরবর্তী চেকআপের জন্য বারবার কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। আগরতলার নাইট অ্যাঙ্গেল হেলথ কেয়ারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফলোআপের ব্যবস্থা রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডা. রতন কুমার দাস বলেন, বুকে ব্যথা হলে কখনও অবহেলা করা উচিত নয় এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে কম বয়সীদের মধ্যেও হৃদরোগের প্রবণতা বাড়ছে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এর অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি পরামর্শ দেন, রেড মিট, অতিরিক্ত ভাজাভুজি, ফাস্টফুডসহ অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। পাশাপাশি জিমে ব্যায়াম করা ব্যক্তিদের সতর্ক করে তিনি বলেন, কিছু সাপ্লিমেন্টে স্টেরয়েড জাতীয় উপাদান থাকলে তা হৃদযন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

ডা. দাস জানান, বিএম বিড়লা হাসপাতাল পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান ডেডিকেটেড কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার, যেখানে বিশ্বমানের প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে হৃদরোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। হাসপাতালটিতে অত্যাধুনিক ক্যাথ ল্যাব রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে বিনামূল্যে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ও পেসমেকার স্থাপনের সুবিধাও রয়েছে।

হাসপাতালে সফলভাবে করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফ, হার্ট ভালভ মেরামত ও প্রতিস্থাপন এবং মহাধমনীর জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়। নবজাতক ও শিশুদের জন্মগত হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত ইউনিটও রয়েছে বলে তিনি জানান।

এছাড়াও হার্টের ছন্দের অনিয়ম, বুক ধড়ফড় করা, হৃদরোগজনিত বিভিন্ন সমস্যার উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। ২৪ ঘণ্টা কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি পরিষেবা এবং 'হার্ট অ্যাটাক লাইফ সেভিং' টিম সবসময় প্রস্তুত থাকে বলেও জানান তিনি।

## বিদ্যাসাগর কলেজে এনইপি-২০২০ নিয়ে আলোচনা সভা ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ জুলাই:ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী অনার্স কোর্সের নিয়মনীতি বিষয়ক এক আলোচনা সভা এবং ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার কলেজের কনফারেন্স হল-৩১০-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌভিক বাগচী, ছাত্র প্রতিনিধি অভি ত্রিপুরা, পায়েল দেবনাথ ও প্রীতম দাস।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের নতুন কাঠামো, ক্রেডিটভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষার সুযোগ, একাডেমিক ব্যাংক অব ক্রেডিট, গবেষণামুখী চতুর্থ বর্ষ এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি জানান, ২০২৬ সাল থেকে ষষ্ঠ সেমিস্টার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় অনার্স এবং গবেষণাসহ অনার্সের বিধান কার্যকর হবে। তিনি বলেন, যারা তৃতীয় বর্ষ তথা ষষ্ঠ সেমিস্টার শেষে উচ্চশিক্ষা, চাকরি বা অন্য কোনও কারণে কোর্স থেকে বেরিয়ে যেতে চান, তাঁরা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে এক্সিট করতে পারবেন। অন্যদিকে, অনার্স ডিগ্রি অর্জন করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের চতুর্থ বর্ষে ভর্তি হয়ে সপ্তম ও অষ্টম সেমিস্টার সম্পন্ন করতে হবে।

অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মজীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও গবেষণার সুযোগ গ্রহণের জন্য চতুর্থ বর্ষ সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌভিক বাগচী বিদায়ের সাহিত্যিক তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, বিদায় কখনও চূড়ান্ত বিচ্ছেদ নয়, বরং নতুন জীবনের সূচনা। তিনি শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ, জ্ঞানচর্চা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা বজায় রেখে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ছাত্র প্রতিনিধি অভি ত্রিপুরা ও পায়েল দেবনাথ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ফুল ও শুভেচ্ছা স্মারক দিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানানো হয়।

## সিপাহীজলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মশালা, ২০২৭ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা গড়ার লক্ষ্য

আগরতলা, ১৮ জুলাই: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং কিশোরী গর্ভাবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের সহযোগিতায় জেলাশাসকের সভাকক্ষে 'মিশন সংকল্প'-এর আওতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃত্ব, বিবাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি এবং বিবাহ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বাল্যবিবাহের সামাজিক ও আইনি দিক, কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বক্তারা বলেন, বাল্যবিবাহ রোধে শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পরিবার, ধর্মীয় নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

কর্মশালায় 'মিশন সংকল্প'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে ২০২৭ সালের মধ্যে সিপাহীজলা জেলাকে বাল্যবিবাহ ও কিশোরী গর্ভাবস্থামুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, 'মিশন সংকল্প'-এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও কিশোরী গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গত এক বছরে সিপাহীজলা জেলায় প্রায় ৩০০ জন বালিকার বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

## বিলোনিয়া কালী বাড়িতে রথযাত্রা উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ জুলাই: রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া কালী বাড়ি প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। ভক্ত ও দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতে কালী বাড়ি পরিচালন কমিটির সভাপতি ডা. জগদীশ চন্দ্র নমঃ উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, দর্শকমণ্ডলী, কলাকুশলী ও অতিথিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি আগামী ৩১ জুলাই আয়োজিত হতে যাওয়া রক্তদান শিবিরে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এরপর ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র গীতি আলেখ্য বর্ষা আমার মা'। অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষক সৌম্য সাহা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুমঙ্গলা দে, স্নিগ্ধা মহাজন, বীথিকা মহাজন, অস্মি দাস এবং শিশু শিল্পী সপ্তদীপ সাহা। তবলায় সহযোগিতা করেন সুপ্রতীম ভট্টাচার্য, সিন্থেসাইজারে ছিলেন প্রশান্ত রায়। সংলাপে অংশ নেন অনিতা সেন এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন পরিষদের সম্পাদক গোপাল চন্দ্র দাস।

এছাড়াও রাজ্যের খ্যাতনামা শিশু নৃত্যশিল্পী ঋতুশ্রী দেবনাথ, সানভি সাহা ও আরোহী বিশ্বাস সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দীঘা জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত **'পঞ্চম অখণ্ড জ্যোতি মহোৎসব ২০২৬'** প্রতিযোগিতায় বয়সভিত্তিক বিভাগে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে। এদিন তাঁদের পরিবেশিত ভরতনাট্যম নৃত্য দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণ লাভ করে।

অনুষ্ঠানের শেষে কালী বাড়ি পরিচালন কমিটির সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্য সকল কলাকুশলী ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

## স্কুল যাওয়ার পথে ছাত্রীকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার অভিযোগ, খোয়াইয়ে গ্রেফতার যুবক

আগরতলা, ১৮ জুলাই : দিনের আলোয় স্কুলে যাওয়ার পথে এক ছাত্রীকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে এই নৃশংস ঘটনার অভিযোগে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ওই ঘটনায় গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে মহিলা থানার পুলিশ। তবে অভিযোগের মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা।

জানা যায়, শুক্রবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টা নাগাদ নন্দন পল্লী এলাকার এক নবম শ্রেণির ছাত্রী বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছাতেই একটি গাড়িতে থাকা দুই যুবক জোরপূর্বক তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এরপর চলন্ত গাড়ির মধ্যেই রাজেশ দেবনাথ নামে এক যুবক ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিছুক্ষণ পর অভিযুক্তরা তাকে রাস্তার পাশে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ওই ছাত্রী পরে রাস্তায় একটি অটোরিকশা থামিয়ে চালকের কাছে সাহায্য চান। অটোচালক ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে নাবালিকাকে নিয়ে মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।ওই অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্ত চলাকালীন গাড়ির চালক আশীষ দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে অভিযোগের মূল অভিযুক্ত রাজেশ দেবনাথ ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে।

## স্কুল ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে

● আটের পাতার পর

গ্রেপ্তার করতে হবে এবং আইন অনুযায়ী কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবিতে দুপুর ১২টা নাগাদ বাবুরবাজারের প্রধান সড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য ওই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কৈলাশহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সহ পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান, ঘটনাটির তদন্তে ইতোমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম/বিশেষ বোর্ড) গঠন করা হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালিয়ে দ্রুত প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা চলছে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

পুলিশ প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভকারীরা সাময়িকভাবে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। তবে তাঁরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, শুধু আশ্বাসে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হীরাছড়া জঙ্গল এলাকা থেকে স্কুল ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হওয়ার পর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

এদিকে, গোটা ঘটনার দিকে নজর রয়েছে প্রশাসনের। তদন্তের অগ্রগতির ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## এনএইচ-৮ ভূমি অধিগ্রহণে

● আটের পাতার পর

মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে ভবনের পুনর্মূল্যায়ন, অতিরিক্ত মূল্যায়নের বৈধতা যাচাই, সংশ্লিষ্ট ভবন মালিক, পিডব্লিউডির জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও এসডিও-র ভূমিকা তদন্ত, অনিয়ম প্রমাণিত হলে আইনানুগ ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিতর্কিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের পুরস্কার স্থগিত রাখা।

আবেদনকারীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত ও পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা না হলে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর আন্দোলন ও পথ অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হতে বাধ্য হবেন।

উল্লেখ্য, এই অভিযোগপত্রের অনুলিপি তেলিয়ামুড়ার বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং পিডব্লিউডি (আরঅ্যান্ডবি) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছেও পাঠানো হয়েছে।

## ডিজিটাল জনগণনায় অংশ নিলেন

● আটের পাতার পর

পরিবারের তথ্য নথিভুক্ত করতে পারবেন। এই উদ্যোগে অংশ নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

শনিবার তিনি নিজের পরিবারের তথ্য অনলাইনে নিবন্ধন সম্পন্ন করেন। তাঁর এই পদক্ষেপকে ডিজিটাল জনগণনা কার্যক্রমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, এই উদ্যোগ শুধু আপনার মূল্যবান সময় বাঁচাবে না, বরং একটি ঐতিহাসিক ডিজিটাল সমাজ গঠনের অংশীদার হওয়ার সুযোগও করে দেবে। আমি ত্রিপুরার সকল বাসিন্দাকে অনুরোধ করব, দেরি না করে ডিজিটাল জনগণনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন এবং এই জাতীয় কর্মসূচিকে সফল করে তুলুন।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ডিজিটাল জনগণনার ফলে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আরও সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ হবে। একই সঙ্গে কাগজের ব্যবহার কমবে এবং নাগরিকরাও নিজেদের তথ্য নিজেরাই সরাসরি নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

কর্তৃপক্ষের মতে, স্ব-নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণনার তথ্য সংগ্রহ আরও কার্যকর হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং বিভিন্ন সরকারি নীতি নির্ধারণে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০২৭ সালের জনগণনাকে আরও নির্ভুল, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতেই এই ডিজিটাল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

াঙ্গন

# রাজ্যে সাড়ম্বরে শুরু হলো ত্রিপুরা প্রো কাবাডি লীগ



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাজ্য কাবাডি সংস্থার উদ্যোগে বং এগিয়ে চলো সংঘের সহযোগিতায় এন এস আর সি সি-র ইনডোর হল- আজ শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা উঠল প্রথম বর্ষ ত্রিপুরা প্রো কাবাডি লীগের। জাঁকজমকপূর্ণ ই দিবারাত্রির আসরের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের আইজিপি মনচাক ইপ্পার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের পদাধিকারী, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ। পুরুষ বিভাগের এই আকর্ষণীয় টুর্নামেন্টে মোট আটটি শক্তিশালী দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলো হলো মাতাবাড়ি শক্তিপীঠ, এভিপি নর্থ (বিপিভি), সংবাদ উত্তরণ, গিয়ে চলো সংঘ, এন এস আরসিসি, মহাবীর প্লে সেন্টার, আর্মি লাভার এবং ত্রিবেণী সংঘ। আজকের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের রেশ কাটতেই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মাঠের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছে আয়োজক এগিয়ে চলো সংঘ ও এভিপিভি নর্থ দল।রাজ্যে কাবাডি খেলার মানোন্নয়ন এবং নতুন খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে আয়োজিত এই মেগা টুর্নামেন্টটি সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে রাজ্য কাবাডি সংস্থা। টুর্নামেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ দলের জন্য সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজমানি হিসেবে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা এবং ৫ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিন থেকেই খেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। আগামী দিনগুলোতে দলগুলোর মধ্যে আরও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন এন এস আরসিসি-র ইনডোর হল- উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সংস্থার সহ-সভাপতি অপু রায়। উল্লেখ্য, সাধারন সম্পাদক হুলু পাল সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে জায়েন্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপের ফাইনাল, ফুটবল প্রেমীদের আমন্ত্রণ টিএফএ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬-এর মেগা ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে এ রাজ্যেও উন্মাদনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। ত্রিপুরার ফুটবল প্রেমীদের এই বিশ্বমানের উত্তেজনা ও আনন্দ একসঙ্গে উপভোগ করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)। ফাইনাল ম্যাচটি বড় পর্দায় সরাসরি সম্প্রচারের জন্য আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে একটি বিশালাকার জায়েন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী এই খবরটি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, ফুটবল প্রেমীরা যাতে উৎসবের মেজাজে মাঠের উন্মাদনা উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়ামোদী ও বিশেষ করে ফুটবল ভক্তদের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে এবং একসঙ্গে খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করার জন্য টিএফএ-র পক্ষ থেকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

## ক্রিকেট সংগঠক মানিক লাল দত্তের প্রয়াণ, ক্রীড়াঙ্গনে শোকের ছায়া

**ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।।** রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার আজীবন সদস্যদের সংগঠন ''লাইফ মেম্বার ডায়াসে''র সম্পাদক মানিক লাল দত্ত আর নেই। আজ, শনিবার, ভোরে রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। প্রয়াত মানিক লাল দত্ত ছিলেন একনিষ্ঠ ক্রিকেট সংগঠক। মাঠ ও মাঠের বাইরের ক্রিকেট উন্নয়নে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র স্ত্রীকে রেখে গেছেন। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে রাজ্যের ক্রীড়া মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।মানিক লাল দত্তের প্রয়াণে 'লাইফ মেম্বার ডায়াস'-এর প্রতিটি সদস্য গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাচ্ছন্ন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সুব্রত দত্ত চৌধুরী এক শোকবার্তায় প্রয়াত সংগঠকের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রম আগামী প্রজন্মের সংগঠকদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে ক্রীড়াপ্রেমীরা মনে করছেন।

# মেসি থেকে ইয়ামাল ফাইনালটা তো লা মাসিয়ারই

বিশ্বকাপ ফাইনালে ৩২৪ বছর আগের এক ফার্মহাউসের গল্পই ঘুরেফিরে আসছে।'লা মাসিয়া দে কান প্লানেস'১৭০২ সালে তৈরি করা এক কাতালান ফার্মহাউস। বাংলায় খামারও বলা যায়। স্প্যানিশ ভাষায় 'লা মাসিয়া' শব্দের বাংলা অর্থও ওটা। নামটা শুনেই বুঝে ফেলার কথা কোন খামারের কথা বলা হচ্ছে। দুনিয়ায় ফুটবল—খামার আছে অনেক। কিন্তু বার্সেলোনার মতো এত বিখ্যাত ও সাফল্যমণ্ডিত সম্ভবত একটাও নেই।

নিউ জার্সিতে রোববার রাতের এই ফাইনালের আগে আবার আলোচনায় এই 'ফুটবল-খামার'। আপনি চাইলেই ফাইনালকে 'লা মাসিয়া ডার্বি'ও বলতে পারেন। কেন? একটি স্কোরলাইন বলা যাক। স্পেন ৮: আর্জেন্টিনা ১।না, বিশ্বকাপ ফাইনালের আনুমানিক স্কোরলাইন নয়। বার্সার ফুটবল—খামার 'লা মাসিয়া'র কয়জন খেলোয়াড় এবারের ফাইনালে খেলছেন, সেটার হিসাব এটি।

স্পেন দলে লা মাসিয়া থেকে উঠে আসা খেলোয়াড় আটজনলামিনে ইয়ামাল, ভিক্টর মুনিয়োজ, পাউ কুবারসি, গাভি, দানি ওলমো, এরিক গার্সিয়া, অ্যালেক্স গ্রিমালদো ও মার্ক কুকুরেয়া। আর্জেন্টিনা দলে শুধু লিওনেল মেসি।মুনিয়োজ, কুকুরেয়া, গ্রিমালদো ও মেসি বার্সার ফুটবল—খামারে বেড়ে উঠলেও এখন অন্য ক্লাবে। বাকি পাঁচজন বর্তমানে বার্সায়। তবে সবার শিকড়ের ঠিকানা একটাইলা মাসিয়া। ফাইনালে এই 'শিকড়'ই স্পেনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ১৬ বছর আগের সেই সোনালি স্মৃতিতে।

২০১০ বিশ্বকাপ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন স্পেন দলের লা মাসিয়া গ্র্যাজুয়েট ছিলেন ৯ জনভিক্টর ভালদেজ, কার্লোস পুয়োল, জেরার্ড পিকে, সের্হিও বুসকেতস, জাভি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, সেস্ক ফ্যাব্রেগাস, পেদ্রো ও পেপে রেইনা।

এবার একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপট। লা মাসিয়ার ইতিহাসে সেরা সন্তানটি খেলবেন স্পেনের বিপক্ষে। তাতে অবশ্য একটি বিষয় নিশ্চিতও হয়ে গেল। ফাইনালে আর্জেন্টিনা---স্পেনের মধ্যে যে দলই বিশ্বকাপ জিতুকঅন্তত একটি পদক লা মাসিয়ার সন্তানের গলায় শোভা পাবেই। সেটা হোক মেসি কিংবা স্পেন দলের বাকি ৮ জন।

ব্যাপার আছে আরও একটি। এই ফাইনাল আসলে লা মাসিয়ার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের লড়াইও। লিওনেল মেসি এবং লামিনে ইয়ামাল!

১৩ বছর বয়সে লা মাসিয়ায় ঢুকে ১৭ বছর বয়সে বের হয়েছিলেন মেসি। বাকিটা সবারই জানা। কোচ পেপ গার্দিওলার অধীনে মেসি, জাভি, ইনিয়েস্তারা মিলে সর্বজয়ী বার্সা হয়ে উঠেছিলেন। ২০২১ সালে বার্সা ছেড়ে যাওয়া মেসি তারপর এ নিয়ে দুটি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলবেন। মেসি যদি হন লা মাসিয়ার সোনালি অতীত, ইয়ামাল তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। স্পেন ও বার্সার তরুণ প্রজন্মের পতাকা ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের হাতে। অর্থাৎ দুটি আলাদা যুগ একটি ফুটবল—খামারের মোহনায় মিলে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তার তাই গর্ব লাগাই স্বাভাবিক। সেই গর্ব নিয়েই লাপোর্তা বলেছেন, 'মেসি হলেন অতীত ও বর্তমান। লামিনে হলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বার্সা ও লা মাসিয়া নিয়ে আমরা গর্বিত।'নিউ জার্সির ফাইনালে তাই যখন শেষ বাঁশি বাজবে, সেখান থেকে হাজার মাইল দূরে থাকবে এক নীরব বিজয়ী। যে কথা বলতে পারে না, পারে না নড়াচড়া কিংবা নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেও। সেটা আসলে ধূসর রঙের এক ভবন। সামনে কয়েকটি গাছপালা এবং মনোমুগ্ধকর কিছু মাঠ। বার্সার সমর্থকেরা বলেন, ভবনও নয়, সেটা আসলে একটা স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন থেকেই বাস্তবের পৃথিবীতে পা রেখেছেন মেসি, ইয়ামালরা। নাম তার লা মাসিয়া। এবারের বিশ্বকাপ ফাইনালে এই খামারের নামটি ঘুরেফিরে তাই সামনে আসবেই। কারণ, ফাইনাল তো এক অর্থে লা মাসিয়ার অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ডার্বি।

# বি-ডিভিশন ফুটবল : স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে ১ম জয়ের স্বাদ পেলো নবোদয়



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের মুখ দেখল নবোদয় সংঘ। আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটেয় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ৮ম ম্যাচে আজ নবোদয় সংঘ ২-১ গোল ব্যবধানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে পরাজিত করে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে। খেলার শুরুতেই অবশ্য আধিপত্য বিস্তার করেছিল স্পোর্টস স্কুল। ম্যাচের ১৬ মিনিটের মাথায় রফ্রো চাই মগের দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে পিছিয়ে পড়েও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় নবোদয় সংঘ। ম্যাচের ৪২ মিনিটে কৃষ্ণ জমাতিয়া গোল করে দলকে সমতায় ফেরান এবং দ্বিতীয়ার্ধের ৮৬ মিনিটে রিচার্ড ত্রিপুরা জয়সূচক গোলটি করে নবোদয়ের জয় নিশ্চিত করেন। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচের একদম শেষলগ্নে (৯০+৪ মিনিটে) রেফারি স্পোর্টস স্কুলের বিশাল জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখান। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, সত্যজিৎ দেবরায়, বিপ্লব সিংহ এবং উজ্জ্বল দাস। চলতি টুর্নামেন্টে দুই দলের পক্ষেই এটি ছিল দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে প্রথম খেলায় গত ১৪ জুলাই সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়ে পয়েন্টের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছিল নবোদয় সংঘ। অন্যদিকে, গত ১৫ জুলাই নিজেদের প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে ১ পয়েন্ট পকেটে পুরেছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। তবে আজকের এই ম্যাচে স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে আগের হারের গ্লানি মুছে পূর্ণ পয়েন্টের স্বাদ পেল নবোদয় সংঘ, যা লিগের আগামী ম্যাচগুলোতে তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে।

# আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল: ভেতরে আরও তিন দ্বৈরথ

দলীয় লড়াইটা আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের। এর ভেতরে আরও অনেকে তৈরি হয়ে আছেন 'সম্মুখযুদ্ধে' লড়তে, দলকে সাফল্যের চূড়ার পথটি দেখাতে। আক্রমণ, রক্ষণ, মাঝমাঠ- তিন বিভাগে দুই দলের নির্ভরতার কমতি নেই। উত্তাপের ঝাঁঝ, রোমাঞ্চের রেণু তাই ছড়িয়ে পড়ছে নিউ ইয়র্কের ফাইনাল ঘিরে।বিশ্বকাপের শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল। শিরোপা ধরে রাখার শেষ ধাপে পৌঁছেছে আর্জেন্টিনা। আর ২০১০ সালের পর, দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ী হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা স্পেনের।দুই দলই সেরা, নির্ভরযোগ্য, ক্ষিপ্র 'যোদ্ধা'দের নিয়ে মহারণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিন বিভাগে তিনটি 'ডুয়েলস'- হয়ে উঠতে পারে ফাইনালের নির্ণায়ক।দুই সপ্তাহের একটু আগে ৩৯ বছরে পা রেখেছেন মেসি। কিন্তু বয়স এই মহাতারকার কাছে স্রেফ সংখ্যা। ম্যাচ জেতানোর সম্মোহনী ক্ষমতা আজও অটুট, অম্লান। ইতোমধ্যে আট গোল করে ছুটছেন গোল্ডেন বুট জয়ের পথে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বকাপের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার মুকুট শোভা পাচ্ছে তার মাথায়। ফিফার 'পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে' সৃষ্টিশীলতার তালিকায় তিনি আছেন শীর্ষে। চারটি অ্যাসিস্টও আছে; এর মধ্যে দুটি আবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে।দুর্বার মেসিকে জায়গা ছেড়ে দিলে যে সর্বনাশ, তা ভালো করে জানা স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের। প্রতিপক্ষের অধিনায়ককে কড়া পাহারায় রাখার গুরুত্বদায়িত্ব তিনি তুলে দিতে পারেন এমেরিক লাপোর্তের কাঁধে। আথলেতিক বিলবাওয়ের এই ডিফেন্ডারও আছেন দারুণ ফর্মে। ১৯ বছর বয়সী পাউ কুবার্সির সঙ্গে দুর্ভেদ্য জুটি তিনি গড়ে তুলেছেন রক্ষণে। চলতি আসরে এ পর্যন্ত খেলা সাত ম্যাচে স্পেনের স্রেফ এক গোল হজমের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, এই জুটির কার্যকারিতা।

দুজনের বয়সের ব্যবধান ১৪ বছর! কিন্তু ১৯ বছর বয়সী ইয়ামাল স্পেনের আক্রমণভাগের সবচেয়ে ক্ষিপ্র তারকা। সেখানে, ৩৩ বছর বয়সী তালিয়াফিকো আর্জেন্টিনার রক্ষণ দেয়ালের সবচেয়ে শক্ত পাথর; সরানো তো দূর অস্ত, নড়ানোই কঠিন।ইয়ামাল অবশ্য চলতি আসরে এখনও প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে পারেননি পুরোটা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে শুরুতে তাকে ভুগতে হয়েছে। এরপর মাঠে ফিরে দেখিয়েছেন, যখন-তখন জ্বলে উঠতে পারেন তিনি।

গতি ও বক্সের ভেতরে বিপজ্জনক এলাকায় ক্ষিপ্র ছোটাছুটি করে ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমি-ফাইনালে পেনাল্টি এনে দেন দলকে। মিকেল ওইয়ারসাবাল তা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে নেন 'লা রোজা'দের। তরুণ ইয়ামালের কল্পনাশক্তি, খেলা পড়তে পারার দক্ষতার প্রমাণ মিলছে ফিফার সৃজনশীলতার 'পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে' তার ছয় নম্বরে অবস্থানে।

ইয়ামালকে বোতলবন্দি করে রাখার দায়িত্ব অভিজ্ঞ তালিয়াফিকোর পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গত বিশ্বকাপে এই লেফট-ব্যাক ছিলে আর্জেন্টিনার জয়ের নায়কদের একজন। মাঝের সময়ে ঋদ্ধ হয়েছেন আরও। চলতি আসরেও আলবিসেলস্তেদের রক্ষণে অভিজ্ঞতার ছাপ রেখে চলেছেন তিনি।মূলত ওয়ান-অন-ওয়ান পরিস্থিতিতে তালিয়াফিকো ভীষণ শক্তিশালী, পরীক্ষিত ও সচেতন। যে সেনানীর ওপর নির্ভর করা যায় নির্ভার থেকে। জাতীয় দলের হয়ে ৮২ ম্যাচ খেলা এই ডিফেন্ডার ২০২২ বিশ্বকাপে ফাইনালে খেলেছিলেন ১২০ মিনিট। বড় ম্যাচে দলের রক্ষণের জোয়াল দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে টেনে নেওয়ার প্রমাণ তিনি আগেও দিয়েছেন, আবারও দিতে প্রস্তুত থাকবেন নিশ্চিতভাবেই।মেসি ও ইয়ামালকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে হলে ঠিকঠাক পেতে হবে বলের যোগান। সেটা আসবে মাঝমাঠ থেকে। মাঝমাঠ দখলের তুমুল লড়াই হতে পারে রদ্রি ও এন্সো ফের্নান্দেসের মধ্যে। রদ্রি শুরু থেকেই আছেন দুর্দান্ত ফর্মে, ফের্নান্দেস দেরিতে হলেও খুঁজে পেয়েছেন নিজেকে।রদ্রি আবার স্পেন দলের অধিনায়ক। ফলে, তার দায়িত্বের ভার যে কারো চেয়ে বেশি। সেটা তিনি বয়েও চলেছেন অবিশ্বাস্য আস্থায়। প্রতিটি ম্যাচে নিখুঁত পাসের যোগান রেখেছেন অব্যাহত। চলতি আসরে, রদ্রির চেয়ে সফল পাস (৬৪৮টি) দিতে পারেননি আর কেউ। তার সঠিক পাস দেওয়ার সক্ষমতাও ঈর্ষণীয়, শতকরা ৯৩ শতাংশ।শারীরিক সামর্থ্য ও দমের প্রমাণও রদ্রি দিয়েছে। ৮৩ হাজার ৮০২ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এখন তিনি টুর্নামেন্টের রেকর্ডধারী। প্রতিপক্ষের আক্রমণের তাল মাঝমাঠে কেটে দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। একই কাজ তিনি আরও সুচারুভাবে করতে চাইবেন ফাইনালে। কিন্তু সেখানে নিশ্চিতভাবে বাধ সাঁধবেন ফের্নান্দেস। রদ্রির জন্য ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ হয়ে মাঠে নামার সামর্থ্য আছে এই আর্জেন্টাইনের।সাড়ে তিন বছর আগের বিশ্বকাপে, ফিফা সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার জয়ী ফের্নান্দেস বল পায়ে তো বটেই, বল ছাড়াও অক্লান্ত পরিশ্রমের সামর্থ্য, মানসিকতা-দুটোই আছে। এ পর্যন্ত ৪৩ বার বল পুনরুদ্ধার করেছেন তিনি, যা আর্জেন্টিনার যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।

ফের্নান্দেসের আবার প্রয়োজনের সময় গোল করার বাড়তি গুণও আছে। মিশরের বিপক্ষে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থায় পড়া আর্জেন্টিনাকে যোগ করা সময়ে জয়সূচক গোলটি তিনি এনে দিয়েছিলেন দুর্দান্ত হেডে। সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দলের শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ফিকে হয়ে যাচ্ছিল, তখনও তিনি আসেন ত্রাতা হয়ে। মেসির পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে দৃষ্টিনন্দন গোলে ফেরান সমতা। পরে জয়সূচক গোলটি করেন লাউতারো মার্তিনেস।

ফাইনালেও মাঝমাঠের দখল রাখার পাশাপাশি, গোলের দাবি মেটাতে হতে পারে ফের্নান্দেসকে। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে আসরের শুরুর দিকে সন্তুষ্ট না থাকলেও, ইংল্যান্ডর ম্যাচের পর তিনি এখন আত্মবিশ্বাসে ফুটছেন টগবগ করে।

# ফকল্যান্ড নিয়ে চড়ছে ফাইনালের পারদ, ফিফার হস্তক্ষেপ দাবি আমেরিকার, সরব ব্রিটেন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে জয়ের পর রাজনৈতিক ব্যানার প্রদর্শন করে বিতর্কে জড়িয়েছে আর্জেন্টিনা। ওই ঘটনার তদন্তের আর্জি জানিয়েছে বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক দেশ আমেরিকা। ফকল্যান্ডের দাবি নিয়ে আর্জেন্টিনীয় ফুটবলারদের ওই উল্লাস ভাল ভাবে নেয়নি ফিফাও। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট অবশ্য ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন।

আটলান্টায় ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারানোর পর গ্যালারি থেকে সমর্থকদের ছুড়ে দেওয়া একটি ব্যানার হাতে তুলে নেন আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা। তাতে স্পেনীয় ভাষায় জ্বলজ্বল করছিল চারটি শব্দ। সেগুলি হল, 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনাস'। অর্থাৎ 'মালভিনাস আমাদেরই'। ফকল্যান্ডকে এই নামেই ডেকে থাকেন সেখানকার বাসিন্দারা। প্রথমে ব্যানারটি ছিল জিয়োভানি লো সেলসোর হাতে। পরে এসে ব্যানারের আরেক প্রান্ত ধরেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। ছিলেন নিকোলাস ওটামেন্ডিও। পরে লিয়োনেল মেসি-সহ গোটা আর্জেন্টিনা দলই উল্লাসে যোগ দেয়।

বিশ্বকাপে এমন বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যানার প্রদর্শনে অসন্তুষ্ট ফিফা কর্তারা। ঘটনাটিকে লঘু করেও দেখতে চাইছেন না তাঁরা। ফিফার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ''ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ওই ম্যাচের বিভিন্ন রিপোর্ট খতিয়ে দেখছে। ফিফার শৃঙ্খলাবিধির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ করার আগে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করা হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, আগেই ফকল্যান্ডের পতাকা নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা।

আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের এই আচরণ নিয়ে সবর হয়েছেন ব্রিটেনের ডেমোক্র্যাট নেতা এড ড্যাফি। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। ডাফির দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের বিশ্বকাপ ফাইনালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। এই প্রসঙ্গে দু'বছর আগে স্পেনের দুই ফুটবলারের বিরুদ্ধে উয়েফার শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকা ফিফার হস্তক্ষেপ দাবি করলেও সরাসরি আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের সমালোচনা করেনি।

ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) নিয়ম অনুযায়ী, মাঠে খেলোয়াড়েরা কোনও রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগত স্লোগান, বক্তব্য বা ছবি প্রদর্শন করতে পারেন না। ফুটবল মাঠে রাজনৈতিক স্লোগান বা বক্তব্য প্রদর্শন করলে ফিফা সাধারণত জরিমানা করে। ৫ হাজার ডলার (প্রায় ৪ লাখ ৮২ হাজার টাকা) থেকে ২০ হাজার ডলার (প্রায় ১৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা) পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। কোনও খেলোয়াড় জড়িত থাকলে, তাঁকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করতে পারে ফিফা। এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্তও রয়েছে।

আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের ব্যানার প্রদর্শনকে অবশ্য সমর্থন করেছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই। তাঁর দাবি, ফুটবলারেরা অবৈধ কিছু করেনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''ফুটবলারেরা যা করেছেন, সেটা বোঝা কঠিন নয়। দেশবাসীর আবেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। আবেগ, উচ্ছ্বাসের বশে করেছে। হ্যাঁ, এ জন্য ফিফা ফুটবলারদের জরিমানা করতে পারে।'' আর্জেন্টিনার বিদেশমন্ত্রকও বলেছে, দেশের ফুটবলারেরা মালভিনাস নিয়ে আমাদের দাবিকেই তুলে ধরেছে। বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ''পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আর্জেন্টিনার মূল ভূখন্ডের উপকূলের কাছে ব্রিটিশ নৌ সেনা জাহাজের উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়।'' বুয়েনস এয়ার্সের আমেরিকা এবং ব্রিটিশ দূতাবাসকে প্রতিবাদপত্র দিয়েছে আর্জেন্টিনা সরকার।

সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ইংল্যান্ডের হারের পর আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে আর্জেন্টিনার দিকে এগোতে শুরু করে ব্রিটিশ নজরদারি জাহাজ এইচএমএস মেডওয়ে। যা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনার বিদেশমন্ত্রী পাবলো কুইরনো। বিষয়টিকে 'সামরিক অভিযান' বলেছেন তিনি। যদিও ব্রিটিশ সরকারের দাবি, আর্জেন্টিনার অনুমতি নিয়েই নজরদারি জাহাজের অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।আর্জেন্টিনা-স্পেন বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে ১৮ বছরের পুরনো একটি ছবি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে। স্পেনের তরুণ স্ট্রাইকার লামিনে ইয়ামালের সঙ্গে লিয়োনেল মেসির বহু চর্চিত ছবি। বার্সেলোনার এক সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ছোট্ট ইয়ামালের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ফাইনালের আগে তা নিয়ে মুখ খুলেছেন মেসিও।

২০০৭ সালে বার্সেলোনার একটি সমাজসেবা মূলক প্রকল্পে যোগ দিয়েছিলেন মেসি। সতীর্থদের সঙ্গে গিয়েছিলেন বার্সেলোনার স্টেডিয়ামের কাছেই একটি উদ্বাস্তু কলোনিতে। সেখানে একটি শিশুর সঙ্গে হাসি মুখে কিছুটা সময় কাটান মেসি। তাকে কোলে নেন। স্নান করিয়ে দেন। পরে সেই শিশুই বেড়ে উঠেছে মেসিকে গড়ে তোলা বার্সেলোনার অ্যাকাডেমি লা মাসিয়ায়। সে দিনের সেই ছোট্ট শিশুই আজকের ইয়ামাল। বিশ্বকাপ ফাইনালে মেসির আর্জেন্টিনা যিনি যে কোনও মুহূর্তে বিপদে ফেলতে পারেন। মেসির বয়স এখন ৩৯। ইয়ামালের ১৯। বিশ্বকাপের মধ্যেই দু'জনে জন্মদিন পালন করেছেন। ফাইনালের আগে স্বাভাবিক ভাবেই ইয়ামালকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মেসিকে। উঠে আসে ২০০৭ সালের সেই ছবির কথাও। মেসি বলেছেন, ''ওই ছবিটা অসাধারণ। ইয়ামাল যখন শিশু ছিল, তখন ওর সঙ্গে আমার কয়েকটা ছবি রয়েছে। আমরা দু'জনেই এখন বিশ্বকাপ খেলছি। কী অবিশ্বাস্য না!''আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের ব্যানার প্রদর্শনকে অবশ্য সমর্থন করেছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই। তাঁর দাবি, ফুটবলারেরা অবৈধ কিছু করেনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''ফুটবলারেরা যা করেছেন, সেটা বোঝা কঠিন নয়। দেশবাসীর আবেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। আবেগ, উচ্ছ্বাসের বশে করেছে। হ্যাঁ, এ জন্য ফিফা ফুটবলারদের জরিমানা করতে পারে।'' আর্জেন্টিনার বিদেশমন্ত্রকও বলেছে, দেশের ফুটবলারেরা মালভিনাস নিয়ে আমাদের দাবিকেই তুলে ধরেছে। বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ''পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আর্জেন্টিনার মূল ভূখন্ডের উপকূলের কাছে ব্রিটিশ নৌ সেনা জাহাজের উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়।'' বুয়েনস এয়ার্সের আমেরিকা এবং ব্রিটিশ দূতাবাসকে প্রতিবাদপত্র দিয়েছে আর্জেন্টিনা সরকার।

ইয়ামালের প্রশংসাও করেছেন মেসি। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক তাঁর প্রিয় বার্সেলোনার উত্তরসূরিকে নিয়ে বলেছেন, ''ও এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার। ওর জন্য আমার শুভকামনা থাকবে। ওর সাফল্য মানে তো বার্সেলোনারও সাফল্য। তবে ফাইনালে আমরা চেষ্টা করব, যাতে ইয়ামাল ওর সেরা খেলাটা খেলতে না পারে। শুধু ও নয়, স্পেনের গোটা দলটাই দুর্দান্ত। আমাদের হাতেই কিছু অস্ত্র আছে।'' ইয়ামালকে নিয়ে মেসি আরও বলেছেন, ''ইয়ামাল এখন বিশ্ব পর্যায়ের তারকা। অসাধারণ খেলোয়াড়। ওর বয়স সবে ১৯। গোটা ফুটবলজীবন পড়ে রয়েছে। ওর জন্য আমার শুভেচ্ছা সব সময় থাকবে। তবে এ বারই যাতে ও বিশ্বকাপ জিততে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব।'' মেসি-ইয়ামালের পুরনো ছবি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে স্পেন শিবিরেও। মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো বলেছেন, ''প্রথম বার ছবিটা দেখে মনে হয়েছিল কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আসলে এমন কিছু হয়নি। কী অবিশ্বাস্য! সর্বকালের অন্যতম সেরা দু'জন ফুটবলার এক সঙ্গে। আশা করব, ইয়ামালও এক দিন মেসির পর্যায়ে পৌঁছোবে। মনে হচ্ছে, দুর্দান্ত একটা ফাইনাল হবে। ওরা দু'জনেই নিজেদের সেরাটা দিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের দুর্দান্ত একটা উপহার দেবে।'' স্পেনে প্রবল জনপ্রিয় মেসি। বিশেষ করে বার্সেলোনার সমর্থকদের মধ্যে। সে দেশের ফুটবল সমর্থকেরাও দ্বিধাবিভক্ত। নিউ জার্সিতে ফাইনাল দেখতে আসা ৫৮ বছরের এক বার্সা ভক্ত পড়েছেন ধর্মসঙ্কটে। তিনি বলেছেন, ''কী কঠিন অবস্থা বলুন তো। আমার হৃদয় দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ইয়ামাল আর মেসির মধ্যে কার হাতে বিশ্বকাপ দেখলে বেশি খুশি হব বলতে পারব না। আমি দু'জনকেই চ্যাম্পিয়ন দেখতে চাই। আমার কাছে মেসি বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার। ইয়ামালকেও অসম্ভব ভালবাসি। মেসির পর ওই সেরা। কারও হারই দেখতে চাই না।'' মেসির মতোই অবস্থা তাঁর। বিচ্ছেদের পাঁচ বছর পরও বার্সার সাফল্য ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না মেসি।

# ত্রিপুরা পুলিশকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনমুখী বাহিনীতে পরিণত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ জুলাই: মানবিকতা, সংবেদনশীলতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা পুলিশের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি দুটোই অর্জন করা সম্ভব। ত্রিপুরা পুলিশকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনমুখী বাহিনীতে পরিণত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের সদর কার্যালয়ে নবনিযুক্ত পুলিশ কন্সটেবল (পুরুষ) ৯২তম ব্যাচের পাসিং আউট প্যারেডে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ ৪৬৯ জন পুলিশ কনস্টেবল ও একজন টিএসআর রাইফেলম্যান (জিডি) তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে পাসিং আউট করছেন। আজ ত্রিপুরার সমগ্র পুলিশ বাহিনীর জন্য এক গর্বের ও আনন্দের দিন। আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা পুলিশের ইতিহাস অনেক পুরনো। রাজ আমল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে সংগঠিত রূপ লাভ করেছে। ত্রিপুরার রাজারা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে নিজস্ব প্রশাসনিক ও পুলিশ ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬৫তে বর্তমান কাঠামোর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে আমরা ত্রিপুরা পুলিশের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করি। রাজ্যে তিন দশক ধরে চলা উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদ দমনে অসামান্য সাফল্য লাভের কারণে প্রেসিডেন্ট কালার্স সম্মান লাভ করে ত্রিপুরা পুলিশ। আজ যারা সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ কর্মীদের উপর সাধারণ মানুষের অনেক। আশা আকাঙ্খা রয়েছে। সুরক্ষার প্রশ্নে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি প্রদান করছে ত্রিপুরা সরকার। গত বছর ১৩ মে দিনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল পদে ৯৭৫ জন যুবক যুবতীর হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। আজ দীর্ঘ ১ বছর ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করার পর আজ পাসিং আউট প্যারেডে উপস্থিত হয়েছেন। আমি নবীন পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আজ যে ইউনিফর্ম আপনারা পড়েছেন সেটা সাহস, দায়িত্ব, শৃঙ্খলা, সততা ও মানুষের আস্থার প্রতীক। গত ২১ মে ২০২৬ এ কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে আমরা ৫১তম ও ৫২তম ব্যাচের পুরুষ মহিলা কনস্টেবলদের পাসিং আউট প্যারেডে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে প্যারেডে অংশগ্রহনকারী ৪৭৬ জন কনস্টেবলের মধ্যে ৩১৮ জন মহিলা ছিলেন। পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নে সরকারের আন্তরিক ভূমিকা প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, একজন পুলিশ কর্মী হিসেবে বিভিন্ন সময় আপনারা বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রথম ভরসাস্থল হয়ে উঠেন। তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মনে রাখতে হবে মানবিকতা, সংবেদনশীলতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা আপনাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমি জেনে আনন্দিত যে এখানে শারীরিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে, ইন্ডোর ক্লাশের পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গল ওয়ারফেয়ার ফিল্ড ক্র্যাফট, দুর্যোগ মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে। এছাড়াও সাইবার ট্রেনিং করানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষণ আপনাদের দায়িত্ব পালনে অনেক সহায়ক হবে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। রাজ্য সরকারের অনুমোদিত ২১৮ জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগের প্রক্রিয়া খুব সহসাই শুরু হবে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ৯১৬ জন কনস্টেবল নিয়োগের অনুমোদন ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

## ঠাকুর ঘরও রেহাই দিচ্ছে না চোর, লক্ষ্মীর ঘট ভেঙ্গে ২০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট

*চড়িলাম, প্রতিনিধি, ১৮ জুলাই : প্রায় আড়াই বছর ধরে সমান্তরালে চুরি করে যাচ্ছে একই ব্যক্তি। বিশালগড় মহকুমা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একই ব্যক্তি চুরি চালিয়ে যাচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না ঠাকুর ঘর। ঠাকুর ঘর তছনছ করে প্রণামী বাক্স ভেঙেও অর্থ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ ঐ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করলেও তার চুরি থামানো যাচ্ছে না।এই নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ জমেছে।*

*শুক্রবার গভীর রাতেও উত্তর চড়িলাম সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার এক প্রাক্তন হোমগার্ড কর্মী কৃষ্ণ দত্তের ঠাকুর ঘরের তালা ভেঙে আনুমানিক ২০ হাজার টাকার উপর অর্থ নিয়ে যায় চোর। শ্রী দত্তের বাড়ির সামনেই তাদের হোটেল। এই হোটেল চালিয়ে তারা সংসার প্রতিপালন করেন।হোটেলের অর্থ থেকেই তারা ঠাকুর ঘরের প্রণামী বাক্সে দৈনিক ১০০ থেকে ৫০০ টাকা জমা রাখতেন। সেই অর্থ পুরোটাই নিয়ে গেছে ঐ চোর। এমনটাই অভিযোগ করলেন বাড়ির মালিক।*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন


# আমাদের জনগণনা আমাদের উন্নয়ন

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

(জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়)
স্ব-গণনা (এসই) সংক্রান্ত সাধারণ জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর (পর্ব-১)

## স্ব-গণনা বলতে কী বোঝায়?

স্ব-গণনা একটি অনলাইন প্রক্রিয়া, যেখানে আপনি কোনো গণনাকারীর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই এসই পোর্টালে (se.census.gov.in) আপনার পরিবারের বিবরণ পূরণ করে জমা দেন।

**স্ব-গণনা কি বাধ্যতামূলক?**
না, এটি একটি অতিরিক্ত সুবিধা। আপনি এটি না করলে, একজন গণনাকারী মাঠ পরিদর্শনের সময় তথ্য সংগ্রহ করবেন।

**আমি কি যেকোনো ভাষায় স্ব-গণনা করতে পারি?**
এই সুবিধাটি হিন্দি, ইংরেজি এবং ১৪টি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ।

**স্ব-গণনার জন্য কি ইন্টারনেট প্রয়োজন?**
হ্যাঁ, পোর্টালে প্রবেশ করার জন্যে ইন্টারনেট প্রয়োজন।

**আমার তথ্য কি নিরাপদ?**
হ্যাঁ, সমস্ত ডেটা সুরক্ষিত, এনক্রিপ্ট করা এবং সরকারি সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে।

**এসই আইডি কী এবং এর ব্যবহার কী?**
তথ্য জমা দেওয়ার পর, আপনি একটি অনন্য ১১-সংখ্যার এসই আইডি পাবেন (এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে), যা আপনার বাড়িতে পরিদর্শনের সময় গণনাকারীকে অবশ্যই দেখাতে হবে।

**এসই আইডি ভুলে গেলে কী হবে?**
পোর্টালে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে এটি পুনরুদ্ধার করা যাবে।

**স্ব-গণনার পর কি কোনো গণনাকারী পরিদর্শনে আসবেন?**
হ্যাঁ, গণনাকারী আপনার বাড়িতে এসে এসই আইডি ব্যবহার করে আপনার বিবরণ যাচাই করবেন।

**আমাকে কি কোনো নথি আপলোড করতে হবে?**
কোনো নথি আপলোড করার প্রয়োজন নেই।

**পোর্টালে কি সাহায্য পাওয়া যায়?**
পোর্টালটিতে ব্যবহারকারী নির্দেশিকা, ফ্লোচার্ট, টিউটোরিয়াল ভিডিও, প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং টুলটিপ রয়েছে।

CBC 19108/13/0149/2627

টোল ফ্রি-১৮৫৫

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি, আসুন আমরা জনগণনায় অংশগ্রহণ করি

CensusIndia2027


## ডিজিটাল জনগণনায় ঘরে বসেই স্ব-নিবন্ধনের আহ্বান মেয়রের

আগরতলা, ১৮ জুলাই: দেশের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনার (ডিজিটাল সেন্সাস) ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচির প্রথম ধাপ হিসেবে দেশজুড়ে চালু হয়েছে নাগরিকদের স্ব-তথ্য নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া। এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরার প্রতিটি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র।

মেয়র বলেন, দেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে ত্রিপুরার নাগরিকরা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে নিজেদের এবং পরিবারের তথ্য সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করতে পারবেন। তিনি সকলকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানান।

জানা গেছে, স্ব-নিবন্ধনের এই অনলাইন প্রক্রিয়া ১৭ জুলাইনথেকে শুরু হয়েছে এবং ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যের সব নাগরিককে নিজেদের তথ্য সরকারি পোর্টালে জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তথ্য নথিভুক্ত করতে নাগরিকদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে সচল মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার পর একটি ওটিপি পাঠানো হবে। ওই ওটিপির মাধ্যমে সহজ ও নিরাপদে লগ-ইন করে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেওয়া যাবে।

মেয়র দীপক মজুমদারের মতে, ডিজিটাল জনগণনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ আরও দ্রুত, নির্ভুল ও স্বচ্ছ হবে। পাশাপাশি কাগজের ব্যবহার কমবে এবং নাগরিকরা নিজেরাই সরাসরি নিজেদের তথ্য নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

মেয়র আশা প্রকাশ করেন, ত্রিপুরার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে দেশের প্রথম ডিজিটাল জনগণনাকে সফল করে তুলবেন।

## স্কুল ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে বাবুরবাজারে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১৮ জুলাই: হীরাছড়া বড়কলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ত্রিপুরার বাবুরবাজার এলাকা। শনিবার দুপুরে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচিতে শামিল হন স্থানীয় ছাত্রীরা। জাতীয় ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ছাত্রীর মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দোষীদের দ্রুত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নব নিযুক্ত পিকে চক্রবর্তীকে অপসারণের দাবি বামফ্রন্টের

আগরতলা, ১৮ জুলাই: প্রদীপ কুমার (পিকে) চক্রবর্তীকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্তে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল বামফ্রন্ট। তাঁর নিয়োগ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক বলে দাবি করেন তাঁরা।

সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে এমন একজন ব্যক্তিকে বসানো হয়েছে, যাঁকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, দেশজুড়ে নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনকে সামনে রেখেই পিকে চক্রবর্তীকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই নিয়োগের ফলে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে পিকে চক্রবর্তীকে কলঙ্কিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিক বলে অভিযোগ করা হয় এবং তাঁকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবি জানানো হয়।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া, জয় গোবিন্দ দেবরায়, রঘুনাথ সরকার এবং সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য। তাঁরা পিকে চক্রবর্তীর অতীত প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন।

বামফ্রন্ট নেতৃত্বের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রাখতে হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পিকে চক্রবর্তীর অপসারণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

## ত্রিপুরার আট জেলার জন্য 'গার্ডিয়ান মিনিস্টার' নিয়োগ, তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক নজরদারিতে জোর

আগরতলা, ১৮ জুলাই: তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক নজরদারি আরও জোরদার করতে এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের আটটি জেলার জন্য 'গার্ডিয়ান মিনিস্টার' নিয়োগ করল ত্রিপুরা সরকার।

সাধারণ প্রশাসন (গোপনীয় ও মন্ত্রিসভা) দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৭ জুলাই জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নতুন এই ব্যবস্থায় প্রতিটি জেলার জন্য একজন করে মন্ত্রিসভার সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যিনি সংশ্লিষ্ট জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের তদারকি করবেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, গার্ডিয়ান মন্ত্রীরা জেলা পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। তাঁরা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন তদারকি এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার সমাধানে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করবেন।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট জেলার বিধায়ক, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার দায়িত্বও তাঁদের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

সরকারের নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ীউত্তর ত্রিপুরা জেলা — সান্তনা চাকমা, উনকোটি জেলা— সুশান্ত চৌধুরী, ধলাই জেলা — বিকাশ দেববর্মা, খোয়াই জেলা — রতন লাল নাথ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা — প্রণজিৎ সিংহ রায়, সিপাহিজলা জেলা- কিশোর বর্মন। গোমতী জেলা — অনিমেষ দেববর্মা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা— বৃশকেতু দেববর্মা।

প্রশাসনের মতে, এই উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় হবে, উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে গতি আসবে এবং জেলার ভিত্তিতে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সরকারের আশা, জেলা পর্যায়ে মন্ত্রীদের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এই সিদ্ধান্তকে জেলা-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

## ধর্মনগরে ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ কনভেনশন, গঠিত ১৮ সদস্যের নতুন মহকুমা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশন (টিটিওয়াইএফ) এবং ত্রিপুরা উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের (টিটিএসইউ) যৌথ বিভাগীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজাতি যুব ও ছাত্রসমাজের অধিকার রক্ষা এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কনভেনশনে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

কনভেনশনের সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন চঞ্চলা ত্রিপুরা এবং রিংবোর মনি হালাম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি এবং সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং। তিনি বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুব সমাজের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রবীণ কুমার ত্রিপুরা, ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক প্রসন্ন ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি জয় লাল মানিক হালাম এবং সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়।

সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত মোট ৮৫ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে অংশ নেন। আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি ও আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। কনভেনশনের শেষ পর্যায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশনের ধর্মনগর মহকুমার ১৮ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা সভাপতি এবং খগেন্দ্র ত্রিপুরা সম্পাদক নির্বাচিত হন।

# এনএইচ-৮ ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অনিয়মের অভিযোগ, জেলাশাসকের কাছে তদন্ত ও পুনর্মূল্যায়নের দাবি

তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই: জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৮) সম্প্রসারণ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের আওতায় থাকা ভবনগুলির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ব্যাপক অনিয়ম ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও জেলা শাসকের কাছে লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের একাংশ।

অভিযোগপত্রে হাওয়াইবাড়ি মৌজা, তুইছিন্দ্রাই, হাওয়াইবাড়ি ফরেস্ট, তেলিয়ামুড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও লক্ষ্মীপুর এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা দাবি করেছেন, পিডব্লিউডি (আরঅ্যান্ডবি) বিভাগের ভবন মূল্যায়নে একই ধরনের নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ও বৈষম্যমূলক।

তাঁদের অভিযোগ, নিজেদের বহু বছরের পুরনো বসতবাড়ির মূল্যায়ন প্রকৃত নির্মাণ ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম করা হয়েছে। অথচ কয়েকটি নির্দিষ্ট ভবনের মূল্যায়ন অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগে বিশেষভাবে প্রদীপ দেবনাথ ও অধীর দেবনাথের নামে থাকা ভবনের মূল্যায়ন যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ও ৭২ লক্ষ টাকার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও ভবন দুটি এখনও অসম্পূর্ণ, প্লাস্টার ও পাকা মেঝে পর্যন্ত নেই বলে দাবি করা হয়েছে।

আবেদনকারীদের আরও অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ভবন দুটি জাতীয় সড়ক আইনের ৩এ বিজ্ঞপ্তি জারির পর নির্মাণ করা হয়েছে এবং সে সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্মাণকাজ না করার জন্য আপত্তিও জানানো হয়েছিল। তবুও কীভাবে এত বেশি মূল্যায়ন করা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

অভিযোগপত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, বিশ্বজিৎ সূত্রধর নামে এক ব্যক্তি পিডব্লিউডির জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিভিশন-২-এর এসডিও এবং ভূমি অধিগ্রহণ শাখার এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশের কথা বলে নির্দিষ্ট ভবনের মূল্যায়ন বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিতেন।পরবর্তীতে ওই ভবনগুলির মূল্যায়ন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে বলে অভিযোগকারীদের দাবি।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তরা জেলাশাসকের কাছে কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে অন্য ডিভিশনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ১৯টি হারানো ও চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার, প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ

আগরতলা, ১৮ জুলাই: হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফের একবার সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করল আমতলী থানার পুলিশ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় প্রায় দুই লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের মোট ১৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে শনিবার সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাসে হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া একাধিক মোবাইল ফোনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মালিকরা আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার পোর্টালের মাধ্যমে মোবাইলগুলির অবস্থান শনাক্ত করে সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

শনিবার দুপুরে আমতলী থানার পক্ষ থেকে মোবাইলগুলির প্রকৃত মালিকদের নির্দিষ্ট সময়ে থানায় উপস্থিত থাকার জন্য জানানো হয়। পরে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করে উদ্ধার হওয়া ১৯টি মোবাইল তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন পর নিজেদের হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি প্রকাশ করেন উপভোক্তারা। তাঁরা এই উদ্যোগের জন্য আমতলী থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) পরিতোষ দাস জানান, সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধারে সিইআইআর পোর্টাল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও একইভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে প্রযুক্তির সাহায্যে হারানো মোবাইল উদ্ধারে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাবে। তিনি আরও জানান, মোবাইল হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি সিইআইআর পোর্টালে প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করার জন্যও সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

## ডিজিটাল জনগণনায় অংশ নিলেন রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৮ জুলাই: দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণনা (সেন্সাস) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৭ সালের জনগণনাকে সামনে রেখে সারা দেশে স্ব-নিবন্ধন (সেলফ-এনুমারেশন) পর্বের সূচনা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকরা এখন অনলাইনে নিজেদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas